বাল্যসখা।

৫৩৭৮

প্রথম ভাগ।

[পঞ্চম সংস্করণ।]

"বাল্যসখা" সনে খেলা কর শিশুগণ।
পাবে উপদেশ, হবে আমোদিত মন॥

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা।
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শকাব্দা ১৮০৭। বৈশাখ।

[All rights reserved.]

মূল্য দুই আনা।

সূচী পত্র।

বিষয়।

বাল্যসখা।

প্রথম ভাগ।

বিদ্যাদেবীর বন্দনা।

জয় জয় বিদ্যাদেবী অজ্ঞাননাশিনী।
বেদমাতা সরস্বতী সুমতিদায়িনী॥
তোমার কৃপায় লোক হয় বুদ্ধিমান্।
অবোধ রাখালে তুমি কর সুবিদ্বান্॥
তোমারি প্রসাদে কালিদাস কবিবর।
ধরিল বাল্মীকি নাম চোর রত্নাকর॥
তুমি মাগো মুখ তুলে চাহ যার পানে।
ভুবন ভরিয়া যায় তার যশোমানে॥
সারা নিশি জাগিয়া যে করে অধ্যয়ন।
পরীক্ষার কালে তার না সরে বচন॥
কেহ এক বার মাত্র শুনিয়া তখনি।
সার মর্ম্ম বুঝে লয় আপনা আপনি॥

দুটি কথা এক ছন্দে মিলাতে না পারি।
কবিতা লিখিতে কারো মাথা হয় ভারি॥
কেহ মুখে মুখে পদ্য বাঁধিয়া অমনি।
গান করে ছড়া কাটে তখনি তখনি॥
কেহ বা সহজে আঁকে নানা বিধ ছবি।
কেহ বা হইয়া উঠে সহজে সুকবি॥
অনায়াসে গীত বাদ্য শিখে কোন জন।
সহজে কেহ বা করে তত্ত্ব নিরূপণ॥
সকলি তোমার খেলা হে মাতঃ ভারতি।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী তুমি গুণবতী॥
জ্ঞানের সাগর তুমি চৈতন্যরূপিণী।
পণ্ডিতেরা গায় তব গুণের কাহিনী॥
জড়বুদ্ধি মানবের তুমি মাত্র গতি।
ভক্তিভাবে তব পদে করি গো প্রণতি॥
আশীর্ব্বাদ কর দেবী হীনমতি জনে।
সুবিদ্যা সুবুদ্ধিবল মাগি ও চরণে॥

প্রভাত।

ঘুচিল আঁধার উদিল তপন
রাঙা মুখ খানি খুলি ;
কোণে লুকাইয়া যেন কুলবধূ
দেখিছে ঘোমটা তুলি।
হাসিতে হাসিতে চড়িল বিমানে
সোণার কাপড় পরি ;
তেজের প্রভায় রূপের ছটায়
দশ দিক্ আলো করি।
সোণার শরীরে সোণার বসন
কিবা ঝগ্ মগ্ করে ;
যত দূর যায় তত দূর তার
আগে পাছে সোণা ঝরে।
পাইয়া আলোক জাগিল সকল
পশু পক্ষী নরজাতি ;
জাগ শিশুগণ ঘুমিও না আর
চেয়ে দেখ নাই রাতি।
ঐ শুন পাখি ডাকে তরুশাখে
পাখা ঝট্ পট্ করে ;

উঠে তাড়াতাড়ি গৃহস্থের বউ
ছড়াহাঁড়ি ঝাঁটা ধরে।
খাবার সামগ্রী ছেলেদের তরে
সাজাইয়া থরে থরে ;
ডাকেন জননী সকল সন্তানে
একে একে সমাদরে।
ধায় সব লোক পথে ঘাটে মাঠে
আপন আপন কাজে ;
রাখাল গোপাল লয়ে যায় গোঠে
ঘড়িতে ছয়টা বাজে।
হইয়া অলস এ সময় কেহ
থেক না থেক না শুয়ে ;
ও হে শিশুগণ উঠিয়া এখন
পড় হাত মুখ ধুয়ে।
পুরাতন পাঠ দেখ বার বার
থাকে যেন তাহা মনে ;
মনোযোগ দিয়া পড় যদি তবে
হবে ধনী জ্ঞানধনে।

প্রজাপতি।

নানা রঙে মাখা ছোট ছোট পাখা,
কি পাখি ওগুলি বল না ?
উড়িছে বসিছে, নামিছে উঠিছে,
হাত পেতে দাদা ধর না !
বেশ ভাল ভাল, শাদা রাঙা কাল,
কিন্তু ধরা দিতে চায় না ;
ও রে দুষ্ট পাখি, কেন দিস্ ফাঁকি,
আয় আয় কাছে আয় না !
এই বার ধরি, দুই হাতে করি,
ঐ যা আর ধরা গেল না ;
পড়ি দুটি পায়, তুলিয়া আমায়,
এক বার দাদা ধর না !
ঐ দেখ চেয়ে, কাছে আসে ধেয়ে,
বড় হাত খানি পাত না ;
আমি যে পারি না, নাগাল পাই না,
দুজনে ধরিগে চল না !
যেমন গড়ন, তেমনি বরণ,
আহা দেখ, চেয়ে দেখ না !

নাচে সারা দিন, পরিয়া সাটিন,—
কত ভাল ভাল গহনা।
যদি ওটি পাই, ঘরে নিয়ে যাই,
পূরাই মনের বাসনা;
এই রে ধরিছি! মুটোয় পূরিছি,
আর আমি ছেড়ে দিব না।

[উত্তর]

কি কর কি কর! হল মর মর,
ছেড়ে দেও ধবে বেথ না;
উহাদের গায়, নবম পাথায়,
মানুষের হাত সয় না।
আহা প্রজাপতি, ক্ষুদ্র জীব অতি,
দেখে কেন সুখী হও না;
ধবিযা কি হবে, কত ক্ষণ রবে,
ছাড় আর দুঃখ দিও না।
যিনি প্রজাপতি, সকলের গতি,
প্রজাপতি তাঁরি রচনা;
জীবহিংসা ভাই, করিতে যে নাই,
তাহা কি কখনো জান না?

—

পড়া ও খেলা।

(১)

এস ভাই আগে পড়ি তার পর খেলা,
নহিলে থাকিতে হবে সকলের নীচে ;
ছুটি হলে বাড়ী এসে খেলিব ও বেলা,
খেলায় থাকিলে মন পড়া শুনা মিছে।

(২)

গৃহেতে যে জন পাঠে নাহি দেয় মন,
বিদ্যালয় তার কাছে যমের আলয় ;
পড়িবার কালে তার না সরে বচন,
কথার ধুকুড়ি কিন্তু খেলার সময়।

(৩)

শিক্ষক যখন পাঠ করেন গ্রহণ,
তখন সে মুখ খানি শুকাইয়া যায় ;
আর সবে তার দশা করি দরশন ;
হাসে আর ফিরে ফিরে আড় চোখে চায়।

(৪)

বড়ই নাকাল হয় তখন তাহার,
তুলিতে না পারে মাথা ছোটে গায়ে ঘাম ;

লজ্জা অপমানে চক্ষে দেখে অন্ধকার,
ভয় পেয়ে ভুলে যায় আপনার নাম।

(৫)

আসিবে আবার যবে পরীক্ষার দিন,
কত কি সামগ্রী পাবে ভাল ছাত্রগণ ;
কিন্তু দুঃখে হবে তার বদন মলিন,
বিষাদে জ্বলিবে হিয়া, ঝরিবে নয়ন।

(৬)

সেরূপ বিপদে যাতে পড়িতে না হয়,
এমন উপায় কিছু করি এস ভাই ;
সময় অমূল্য ধন জানিও নিশ্চয়,
এক বার গেলে আর ফিরিয়া না পাই।

মাতৃকোলে শিশু।

হাসি হাসি মুখ খানি, তাহে আধ আধ বাণী,
খেলে শিশু জননীর কোলে ;
দুই হাতে মাই ধরি, দুধ খায় পেট ভরি,
আপন আনন্দে বসি দোলে।

ছোট ছোট দুটি কর, আহা কিবা মনোহর,
গোল গোল যুগল চরণ ;
চম্পককলিকা প্রায়, শোভিছে অঙ্গুলী তায়,
নিরখিলে জুড়ায নয়ন।
মিশিয়া মাযের গায়, চোখ বুঁজে মাই খায়,
ইশারায় কত কথা বলে ;
মাঝে মাঝে মাথা তুলি, কমল নয়ন খুলি,
ফিরে ফিবে চায কুতূহলে।
গোলাপ কুসুম সম, সুকোমল মনোবম,
গাল দুটি কবে তুল্ তুল্ ;
আহা এ রূপের নিধি, কি দিযে গড়েছে বিধি,
ঠিক যেন মোমেব পুঁতুল।
হাত নাড়ে কাসে হাঁচে, আদরে গলিয়া নাচে,
যাহা করে তাই ভাল লাগে ;
নাহি চিন্তা নাহি ভয়, সদাই আনন্দময়,
করতালি দেয অনুরাগে।
বেশ ভূষা নাহি অঙ্গে, তবু দেখ কত রঙ্গে,
ভুলায নরেব প্রাণ মন ;
ইচ্ছা হয় বুকে ধরি, আদরে চুম্বন কবি,
সুধামাখা শিশুর বদন।

দয়ালু সুরেশ।

সুরেশ নামেতে ছিল বালক সুজন।
বলি শুন শিশুগণ তার বিবরণ॥
এক দিন মিলিযা সে বালকেব দলে।
বাড়ীব বাহিরে খেলা করে কুতূহলে॥
হেন কালে এক বুড়ী আসিল তথায়।
ক্ষুধায় কাতর প্রাণ খড়ী ওড়ে গায়॥
উলি ঝুলি জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ কলেবব।
ধীবে ধীরে চলে শীতে কাঁপে থর থব॥
চুলগুলি সব পাকা মুখে নাই দাঁত।
অস্থি চর্ম্ম সার তনু সরু সরু হাত॥
একে পৌষ মাস তাহে সন্ধ্যার সময়।
চারি দিকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বায়ু বয়॥
কাঁপিতে কাঁপিতে বুড়ী দাঁড়াইল দ্বাবে।
খেতে দেও খেতে দেও বলে বাবে বারে
দেখি তার হীন দশা বালকের দল।
কৌতুক আমোদে মাতি হাসে খল খল॥
গাযে ধূলা দেয কেহ লাঠী ধরে টানে।
কেহ করে রঙ্গ ভঙ্গ চাহি মুখ পানে॥

সুবোধ সুরেশ তাহা করি দরশন।
পাইল মরমে ব্যথা ঝরিল নয়ন॥
দয়াতে হৃদয় তার কাঁদিয়া উঠিল।
তখনি সে কথা গিযা মাযেরে কহিল॥
ব্যাকুল হইয়া জননীর কাছে চায়।—
"একটি পযসা দেও, দেও গো আমায়॥
দেও মা দিতেই হবে দুটি পায়ে পড়ি।"
এই বলে আব্‌দার করে পিঠে চড়ি॥
শিশুর বচনে মাতা নাহি দিল কাণ।
বাড়িল তাহাতে সুরেশের অভিমান॥
লইযা চাবির গোছা আঁচল হইতে।
কখন আপনি যায তোরঙ্গ খুলিতে॥
কিছুতে না পারি শেষে কাঁদিতে লাগিল।
তখন জননী আর রহিতে নারিল॥
আদর করিয়া বহু মধুর বচনে।
একটি পযসা হাতে দিলেন যতনে॥
অমনি বুড়ীকে তাহা করিয়া প্রদান।
সুরেশ হইল সুখী প্রসন্ন বযান॥
গোপনে সে ভাব মাতা হেরিল যখন।
করিতে লাগিল প্রেম অশ্রু বরষণ॥

কোলে লয়ে সন্তানের বদন চুম্বিল।
আপনারে মনে মনে কৃতার্থ মানিল॥
উপজিল দয়া বহু বুড়ীর উপরে।
শীত বস্ত্র আনি এক দিল তার করে॥

ফুলবাগান।

ফুলের বাগান, মনোহর স্থান,
দেখিলে আহ্লাদ হয়;
তাই প্রাণ টানে, আসিতে এখানে,
পরিহরি লোকালয়।
লতায় পাতায়, মিশে গায় গায়,
ঢাকিযাছে রবিকর;
যেন কেহ বনে, বসিয়া গোপনে,
বাঁধিয়াছে খেলা ঘর।
বিবিধ আকারে, শোভে চারি ধারে,
শত শত তরুকুঞ্জ;
গোলাপ বকুল, নানা জাতি ফুল,
ফুটিয়াছে পুঞ্জ পুঞ্জ।

দেখে হয় মনে যেন তপোবনে,
ঋষিকন্যাগণ হাসে;
শীতল পবন, বহে স্বন স্বন,
তাহে পরিমল ভাসে।
পাতার আড়ালে, প্রতি ডালে ডালে,
ফুটেছে অশোক গুলি;
তাহার উপরে, মৃদু মধু স্বরে,
গান করে বুলবুলি।
কোকিল পাপিয়া, ডাকিয়া ডাকিযা,
বসিছে কদম্ব গাছে;
ঘোরে অলিকুল, হইযা আকুল,
মালতী ফুলের কাছে।
নাহি পত্র শাখা, ফুলে অঙ্গ ঢাকা,
যুঁই মল্লিকাব বন;—
কাঁপে বায়ু ভরে, পুষ্পবৃষ্টি করে,
গন্ধে বিমোহিত মন।
সরসীর জলে, কুমুদী কমলে,
গলা ধরাধরি করি;
হাসিয়া হাসিয়া পড়িছে ঢলিয়া,
কিবা শোভা আহা মরি।

কেহ জলে ভাসে, কেহ স্থলে হাসে,
ধন্য কীর্ত্তি বিধাতার !
বিবিধ বরণ, বিচিত্র গঠন,
সংখ্যা নাহি হয় তার।
মধুপানে রত, জুটিয়াছে যত,
মধুমক্ষিকার দল ;
কেহ বসি খায়, কেহ ঘরে যায়,
কেহ করে কোলাহল।
গৃহস্থ ভবনে, কুটুম্ব ভোজনে,
যেমন আনন্দ হয় ;
কুসুম কানন, করি দরশন,
তেমনি আনন্দময়।

পেটুক গণেশ।

পেটুক গণেশ নামে ব্রাহ্মণের বটু।
ছিল এক জন ভোজনেতে বড় পটু॥
হাত দুটি নলি নলি ডাগর উদর।
নীল বর্ণ শিরা ভাসে তাহার উপর॥
লেখা নাই পড়া নাই পেট মাত্র সার।
খাই খাই বই কিছু নাহি জানে আর॥

কোথা যাব কি খাইব জপে মনে মনে।
উঠিতে না ইচ্ছা হয় বসিলে ভোজনে ॥
যত পায় তত খায় যার তার সাথে।
পিতা মাতা ভাই বোন্ সকলের পাতে ॥
হয় না হজম তবু রাশ রাশ খায়।
দিবা নিশি শশব্যস্ত পেটের জ্বালায় ॥
উদরের গুরুভারে হাঁই ফাঁই করে।
বুঝিতে না পারে পেট ভরে কি না ভরে ॥
গণেশের মোটা পেট আগে আগে চলে।
পাল্‌তোলা নৌকা যেন ভাসে নদীজলে ॥
ক্ষুধা নাই হেন কথা বলে না কখন।
শুয়ে থাকে অজগর সাপের মতন ॥
কি রোগ হইল বলি দিবস রজনী।
কাঁদেন ভাবেন কত গণেশজননী ॥
স্নেহে বিগলিত আহা মায়ের হৃদয়।
ভাল মন্দ ভুঞ্জাইতে কত সাধ হয় ॥
একদা কলার বড়া করিয়া গঠন।
তপ্ত তেলে ভাজি তোলে পুত্রের কারণ ॥
সহসা তাহার ঘ্রাণ পাইয়া গণেশ।
তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে করিল প্রবেশ ॥

দেও দেও খাই খাই বলে বার বার।
বড় খিদে দেও দেরি সয় না গো আর॥
ফাটিল মায়ের প্রাণ শুনিয়া রোদন।
গরম কলার বড়া করিল অর্পণ॥
পূরিয়া গরম বড়া গলার ভিতরে।
হইল যে দশা তার শুন বলি পরে॥
এক বার গেলে পুনঃ উগারে আবার।
সাপে ছুঁচো ধরি যেন করিছে আহার॥
আব এক দিন সেই মায়ের আদরে।
পিটে পুলি খেয়ে শেষ পেট ফুলে মরে॥
এমন পেটুক সেতো ছিল না প্রথমে।
চেয়ে চেয়ে খেয়ে হয়েছিল ক্রমে ক্রমে॥
কোন বস্তু কাহাকেও খাইতে দেখিলে।
চাহিয়া থাকিত তার পানে আঁখি মিলে॥
দেখিলে ছেলের হাতে সন্দেশ মিঠাই।
বলিত "একটু ভাই দে না আমি খাই॥"
কারো বাড়ী কোন দিন হলে নিমন্ত্রণ।
আগে ভাগে সেইখানে করিত গমন॥
বিনা নিমন্ত্রণে গিয়া যার তার ঘরে।
খাইয়া আসিত একা নির্ভয় অন্তরে॥

থাকিলে খাবার কিছু চক্ষের সম্মুখে।
পড়িত কতই জল গণেশের মুখে॥
এইরূপে খেয়ে শেষ পেটের পীড়ায়।
অকালে মরিয়া গেল কাঁদাইয়া মায়॥
সাবধান শিশুগণ শুন উপদেশ।
খেও না যেমন খেতো পেটুক গণেশ।

জননী।

মায়ের মতন আর, কেহ নাই আপনার।
মা কেমন ভালবাসে, ডাকিলেই কাছে আসে।
আদর যতন করি, খেতে দেয় পেট ভরি।
কাঁদিলেই লয় বুকে, কত চুমু খায় মুখে।
মধুমাখা কথা তাঁর, শুনে যায় দুঃখভার।
তাই বলি বার বার, মা আমার আমি মার।

মায়ে যত দুঃখ সয়, তেমন কেহই নয়।
মরণের নাহি ভয়, দিবা নিশি কাছে রয়।
সন্তান পড়িলে রোগে, সঙ্গে সঙ্গে মায়ে ভোগে।
শিয়রে জ্বালিয়া বাতি, জাগিয়া কাটায় রাতি।
যাচে যুড়ি দুটি কর, ঠাকুরের কাছে বর।
তাই বলি বার বার, মা আমার আমি মার।

সন্তানে ভোজন করে, জননীর পেট ভরে।
ছেলে যদি নিদ্রা যায়, মায়ে তাহে স্বস্তি পায়।
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়।
আহা কি নাড়ীর টান, যেন এক দেহ প্রাণ।
এমন সম্পর্ক ভাই, আর কারো সঙ্গে নাই।
তাই বলি বার বার, মা আমার আমি মার।

পুত্রের নযনজলে, মায়ের হৃদয় গলে।
হইলে ছেলেব সুখ, হয় তাঁর হাসি মুখ।
ছেলে যদি হয় কাল, তবু মাযে বলে ভাল।
ছেলে গেলে পরবাসে, মা যেন পাঁথারে ভাসে
কি খাইবে, কোথা যাবে, এই বলি কত ভাবে
তাই বলি বাব বার, মা আমার আমি মার।

মা নাম কি মিষ্ট নাম, শুনিলে জুড়ায প্রাণ।
মাতা নাই গৃহে যার, সংসার অরণ্য তার।
মা বলে ডাকিলে ভাই, বড়ই আরাম পাই।
করেছেন যিনি মাকে, ইচ্ছা হয় দেখি তাঁকে।
না জানি কেমন তিনি, মায়ের জননী যিনি।
তাই বলি বার বার, মা আমার আমি মার।

পক্ষিপ্রিয় শিশু।

ধবিয়া বনের পাখি, খাঁচার ভিতরে রাখি,
খেলিছ আনন্দে ও হে শিশু সুকুমার ;
দুধ কলা ছাতু ভাত, মিলাইয়া এক সাত,
গলার ভিতরে গুঁজে দিতেছ উহার।
কখন আহ্লাদ করি, আনিছ ফড়িং ধরি,
কখন লইয়া কোলে করিছ যতন ;
আদরেব সীমা নাই, যেন ওটি ছোট ভাই,
কিন্তু এ আদব আর রবে কত ক্ষণ ?
এখনি ফুরাবে তব, অনুরাগ অভিনব,
মিটিবে মনেব সাধ আমোদ উল্লাস ;
বিচিত্র বরণে আঁকা, পাখীর কোমল পাখা,
দেখিতে দেখিতে আহা হইবে বিনাশ।
দড়ি বাঁধি দুই পায়, টানাটানি করি তায়,
অবশেষে পাঠাইবে যমের আলয় ;
কারো হাস্য পরিহাস, কাহারো জীবন নাশ,
এমন আমোদ কিন্তু সমুচিত নয়।
ও হে শিশু বলি তাই, এ খেলায় কাজ নাই,
থাকে যদি ভালবাসা পাখীর উপরে ;

খুলে দেও ত্বরা করি, রেখ না রেখ না ধরি,
বনের বিহঙ্গ যাক্ বনের ভিতরে।
খাইয়া গাছের ফল, পান করি গঙ্গাজল,
উড়িবে যখন পাখী বিমল গগনে;
নেচে নেচে প্রেমভরে, গাইবে মধুর স্বরে,
তখন দেখিয়া কত পাবে সুখ মনে।
লালা বাবু নামে ধনী, বৈষ্ণবের চূড়ামণি,
ছিলেন দয়ালু এক এই বঙ্গ দেশে;
হরি নাম সার করি, ধন জন পরিহরি,
ফিরিতেন যিনি বৃন্দাবনে দীনবেশে।
তাঁহার পিতার না কি, ছিল এক পোষা পাখী,
করিত সে মিষ্ট স্বরে হরিনাম গান;
শিশু লালা দেখি তারে, বন্দী যথা কারাগারে,
দয়াপরবশ হয়ে করে মুক্তি দান।
তাহাতে পিতার হয়, মনোদুঃখ অতিশয়,
সন্তানে অনেক তিনি করেন শাসন;
সে কথা শুনিয়া পরে, পিতামহ সমাদরে,
দিয়াছিল লালাজীরে প্রেম আলিঙ্গন।

ক-৮৭৬ Acc ১৩৫৭৪ ০৮/১১/২০০৬

বর্ষারম্ভ।

আবার পাকিল আম, কাঁটাল গোলাপ জাম,
জামরুল লিচু আনারস ;
ফুটিল কদম ফুল, ডাক ছাড়ে ভেককুল,
তরু লতা হইল সরস।
প্রখর রবির করে, প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে,
দর দর ছুটে গায়ে ঘাম ;
মরে লোক পিপাসায়, ঘটী ঘটী জল খায়,
কোথা কেহ না পায় আরাম।
গ্রীষ্মে করে হাঁস ফাঁস, অঙ্গে নাহি থাকে বাস,
আগুনের মতন বাতাস ;
ভ্যান ভ্যান করে মাচি, শীত কাল এলে বাঁচি,
হেন মনে হয় অভিলাষ।
কিন্তু বিধাতার ভাই, গুণে বলিহারি যাই,
চেয়ে দেখ আকাশের পানে ;
নবীন মেঘের ঘটা, কি বা বিজলীর ছটা,
চাতকিনী ধায় বারিপানে।
হারাইয়া পরমায়ু যেন মরেছিল বায়ু,
মেঘ তারে করিয়া সচল ;

চড়িয়া বসিল কাঁধে, গরজিয়া মহানাদে,
ঢালিতে লাগিল শেষ জল।
তাহার গম্ভীর রবে, ভয়ে জড় সড় সবে,
যেন কামানের গোলা ছোটে;
জননীর গলা ধরি, কাঁপে শিশু থর হরি,
মা বলিয়া কেঁদে কেঁদে ওঠে।
হানে বজ্র কড় কড়, শিল পড়ে চড় বড়,
ঝরে যেন বন্দুকের গুলি;
বালকেরা খেলা ছাড়ি, ভিজে ভিজে তাড়াতাড়ি,
কুড়াইয়া মুখে দেয় তুলি।
বিষম তুফান ঝড়ে, বাড়ী নড়ে গাছ পড়ে,
মড় মড় রবে ভাঙ্গে ডাল;
পথিক পলায় ছুটি, জলে ভিজে লুটোপুটি,
ঊর্দ্ধমুখে ধায় পশুপাল।
করে লোক হুড়মুড়ি, শীতে কাঁপে বুড় বুড়ী,
পড়ে সবে মহা গণ্ডগোলে;
চাদর উড়িয়া যায়, কাপড় থাকে না গায়,
বাতাসে পাগল করি তোলে।
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্, মেঘ ডাকে গম্ গম্,
ঝাপটে অস্থির জীবগণ;

ভারি সমারোহ কাণ্ড, হয় কত বাদ্য ভাণ্ড,
মেঘে মেঘে করে যেন রণ।
আহা কি বিধির সৃষ্টি, দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি,
শীতল করিল ধরাতল;
ভরে গেল খাল বিল্, মাচ নড়ে খিল বিল্,
আনন্দিত কৃষকের দল।
গঙ্গায় নামিল ঢল, রাঙ্গা হল কাল জল,
তাহার উপরে ভাসে তরি;
সারি সারি পাল তুলি, ওড়ে যেন পাখিগুলি,
ইচ্ছা হয় ছুটে গিয়া ধরি।
যেমন গ্রীষ্মের শেষে, জলে দেশ যায় ভেসে,
আঁধারের পর আলো হয়;
তেমনি জানিবে সবে, অবশ্য অবশ্য হবে,
দুঃখের পরেতে সুখোদয়।

শৈশবকাল।

নির্দ্দোষ শৈশব কাল সুখের সময়।
আমোদ আহ্লাদে কাটে নাহি থাকে ভয়॥
গো মেষ ছাগল আদি পশু পক্ষী নর।
ছেলে বেলা সকলেই দেখিতে সুন্দর॥

হেঁসে খেলে সারা দিন ঘুরিয়া বেড়ায়।
যাহা দেখে তাহাতেই মনে সুখ পায়॥
না জানে আপন পর সরল স্বভাব।
সহজেই সকলের সঙ্গে হয় ভাব॥
খেলনা পুতুল যদি দেখে কারো হাতে।
পাগল হইয়া ছোটে তার সাথে সাথে॥
পাইলে একটি ছোট কুকুরের ছানা।
অনায়াসে খুলে দিতে পারে সোণাদানা॥
তাই লোকে বলে শিশু দেবতা সমান।
শঠতা খলতাহীন নাহি অভিমান॥
সত্য সত্য শিশু ছেলে অতিশয় মিষ্ট।
তাই তাহাদের ভাল বাসিতেন খৃষ্ট॥
তাই বৃদ্ধকালে ভাল লাগে বাল্যভাব।
পাইতে বাসনা হয় শিশুর স্বভাব॥
ছেলের ছেলিমি ভাব নাহি থাকে যার।
জ্যাঠা ছেলে বলি সবে নিন্দা করে তার॥
তাহাই দেখিতে ভাল যার যে সময়।
অকালে পাকিলে ফল মিষ্ট নাহি হয়।
ছেলের মতন তবে থাক ছেলে বেলা।
সুশীল বালকসনে কর বাল্যখেলা॥

কিন্তু মাঝে মাঝে নিজপাঠে দিবে মন।
যখন উচিত যাহা করিবে তখন ॥

মাতাল।

(১)

পথের মাঝারে ঢলিয়া ঢলিয়া
উঠিছে পড়িছে চলিছে ছুটিয়া ;
যেন বুনো মোষ, কাদা মাখা গায,
কে ও যায় বাবা বল না আমায় ?

(২)

মুখে ওড়ে মাছি ফুলমালা গলে,
এক পাযে জুতো বোতল বগলে ;
আড়ে আড়ে বাঁকা বাঁকা কথা বলে,
কেন ওরে দেখে হাঁসিছে সকলে ?

(৩)

ও বাবা ! ঐ দেখ আসিছে এ ধারে,
চল চল যাই পথের ও পারে ;
কামড়াবে না কি ? দেখে ভয় করে,
ছি ছি কি দুর্গন্ধ ! এস যাই ঘরে !

(৪)

রাগভরে করে দন্ত কড় মড়,
কারো পাছে গিয়ে পিঠে মারে চড়;
আরে মোলো! এটা কোথাকার লোক?
জবাফুল যেন লাল দুটো চোখ।

(৫)

মানুষ না জন্তু কে গা ও বল না?
নাম কি উহার জিজ্ঞাসা কর না?
নাকে কাণে আহা! পড়ে রক্তধারা,
আছাড় খাইয়া হইল যে সারা!

[উত্তর]

(৬)

ওরে বাপু তাহা কি বলিব আর,
গোবর্দ্ধন গুঁই নামটি উহার;
ডাক নাম বলে গোব্‌রা মাতাল,
মদ খেয়ে দেখ হয়েছে নাকাল।

(৭)

পাহারাওয়ালা আসিয়া এখনি,
দিবে কাণমলা, করিবে কগুনি;
গলাটিপি ঘুঁসি খাইয়া তখন,
বুঝিবে মদের মজাটি কেমন।

(৮)

মদ নয় মদ বিষের সমান,
করে যেই পান যায় তার প্রাণ ;
এখন হইতে কর এই পণ,
খাইব না মদ থাকিতে জীবন।

ফুলের আদর।

(১)

দেও না মা ফুল্‌টি আমায়!
দেও আমি কাণে পরি, গন্ধ শুঁকি নাকে ধরি,
দেও দেও পড়ি দুটি পায়।

(২)

দেও নৈলে কাঁদিব এখনি ;
আহা বেশ টুক্ টুকে, হাসে যেন রাঙা মুখে,
কোথা পেলে বল না জননী ?

[উত্তর]

ওরে যাদু বাছা ধন, বলি শোন দিযে মন,
তোরাও যে ফুলের মতন ;
আয় আয় কোলে করি, এক বার বুকে ধরি,
মুখ খানি করি রে চুম্বন।

এক দিকে রাঙা ছেলে, মার কোলে হাঁসে খেলে,
অন্য দিকে গোলাপের ফুল;
চেয়ে দেখ এক বার, দুই ফুলে একাকার,
সুধাভরে করে ঢুলু ঢুল।
ফুল আদরের ধন, যেমন বালকগণ,
ও রে ছেলে চাহ যদি তায;
আস্তে আস্তে ধর তবে, নৈলে ফুল নষ্ট হবে,
ঘাঁটিলে মলিন হয়ে যায়।

ফণীমণি।

ফণী বলে মণি ভাই চল ফিরে যাই।
আজ আর পাঠশালে গিযা কাজ নাই॥
বাগানে গাছের তলে কেমন আরাম।
খেলিব দুজনে সেথা খাব কাঁচা আম॥
তার পর ছেলেদের দলে লুকাইয়া।
ছুটির সময় বাড়ী যাইব ফিরিয়া॥
টলিল মণির মন ফণীর কথায়।
লেখা পড়া ছাড়ি দোঁহে মাতিল খেলায়॥

খাবার পয়সা সঙ্গে আছিল যে দুটি।
কিনিল তাহাতে ঘুড়ি আর সূতানুটি॥
খেলিল মনের সাধে বাগানে বাগানে।
কোথা ছিল কি করিল কেহ নাহি জানে॥
কিন্তু ফাঁকি জুয়াচুরি মিথ্যা প্রতারণা।
চিরকাল লুকাইতে কে পারে বল না॥
এক দিন সেই কথা শুনিয়া জননী।
ডাকিল ধমক দিয়া নিকটে তখনি॥
দুষ্টমতি ফণী মিথ্যা ঢাকিবার তরে।
কহিল আবার মিথ্যা প্রহারের ডরে॥
সরল স্বভাব মণি মিথ্যা নাহি জানে।
বলিল স্বরূপ কথা জননীর স্থানে॥
বুদ্ধিমতী মাতা তাবে কবি সাবধান।
ফণীকে উচিত শাস্তি করিলা প্রদান॥

পূর্ণিমার চাঁদ।

এস ভাই ছাদে বসি, দেখি পূর্ণিমার শশী,
চেয়ে চেয়ে আকাশের পানে;
আহা বেশ চাঁদ খানি, ইচ্ছা হয় ধরে আনি,
হাতে করে রাখি এই খানে।

পূর্ণিমাচাঁদের আলো, চিরকালি লাগে ভালো,
কখন না হয় পুরাতন ;
নিরখি উহার হাসি, হাসিছে জগতবাসী
নর নারী জীব জন্তুগণ।
মাখিয়া জ্যোৎস্না গায়, সকলেই নাচে গায়,
কারো মনে নাহি দুঃখলেশ ;
বসে বসে আজ ভাই, চাঁদেব কিরণ খাই,
মিষ্টি মিষ্টি খেতে লাগে বেশ।
যত দূর দৃষ্টি যায, ঢাকিয়াছে জ্যোৎস্নায,
শোভা হেরি জুড়াইল প্রাণ ;
দিবাভ্রমে জাগে পাখী, মাঝে মাঝে ওঠে ডাকি,
কখন আনন্দে করে গান।
পুকুরে নদীর জলে, তরুডালে ফুলে ফলে,
নারিকেল গাছেব পাতায় ;
অবিরত পড়ে আসি, বিমল আলোকরাশি,
আ মরি কি সুন্দর দেখায় !
মিশিয়া জলের সঙ্গে, খেলিছে তবঙ্গে রঙ্গে,
খণ্ড খণ্ড জ্যোতি ছত্রাকারে ;
ঝলমল ঝলমল, করিছে দীঘির জল,
শত শত ভাঙ্গা চন্দ্রহারে।

শাদা শাদা মেঘগুলো,　　ঠিক যেন পেঁজা তুলো,
আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় ;
উহার ভিতরে পশি,　　　কোথায় লুকাল শশী,
ঐ যে আবার দেখা যায় !
দুরন্ত ছেলের মত,　　　লুকোচুরি খেলে কত,
হাসে কাঁদে করে নানা রঙ্গ ;
নেচে নেচে যায় চলি,　　　পাছে ধায় ঘনাবলী,
কিছুতে না ছাড়ে তারা সঙ্গ ।
ও রে ভাই শুগে তুই,　　আমি এই খানে শুই,
ঘরে যেতে মন নাহি সরে ;
চাঁদের আড়ালে থাকি,　　কে যেন আমায় ডাকি,
বলিছে কি মৃদু মৃদু স্বরে ।

সকলেই প্রেমের পাত্র ।

ভাল বাস আপনার দাস দাসীগণে ।
দীন জনে তুষ্ট কর মধুর বচনে ॥
কাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা কোর না কাহারে ।
সকলেই আমাদের বন্ধু এ সংসারে ॥

কাণা খোঁড়া বোবা কালা আদি অঙ্গহীন।
অধিক দয়ার পাত্র তারা চির দিন॥
থাকে ধন গাড়ীঘুড়ি চড়িয়া বেড়াও।
জরির পোষাক পর ভাল মন্দ খাও॥
কিন্তু তাহে যেন নাহি বাড়ে অহঙ্কার।
করিও দুঃখীর প্রতি ভাল ব্যবহার॥
ছোট লোক নহে কেহ জানিবে নিশ্চয।
সবাকার পিতা সেই এক দয়াময॥
নীচ বলি যারে তুমি কর পরিহার।
তাহা হতে হয় দেখ কত উপকার॥
ধাঙ্গড় মেথর হাড়ি চণ্ডাল চামার।
এদেব অভাবে হয দিন চলা ভার॥
মায়ের মতন সেবা করে মেথরাণী।
বলিও না বলিও না তারে কটু বাণী॥
এক দিন দরশন না পাইলে যার।
নরকে ডুবিয়া লোক করে হাহাকার॥
সকলেই বড় লোক নিজ নিজ পদে।
বুঝিবে ইহার অর্থ পড়িলে বিপদে॥
কাঙ্গালের পিতা মাতা প্রভু ভগবান্।
সকল মানবে তাঁর করুণা সমান॥

ছোট বড় জ্ঞানী মূর্খ ধনী দীন দুখী।
যে ভাবে যে জন আছে তাতেই সে সুখী॥
পোলাও লুচিতে ধনী নাহি পায় স্বাদ।
সন্দেসের খোসা ফেলে খেতে হয সাধ॥
কিন্তু চাসা এক মুষ্টি শাক আব ভাতে।
কত সুখী হয়! যেন স্বর্গ পায হাতে॥
গুণ্ চট পেড়ে ঘুম যায় অকাতরে।
তুলার গাদায শুযে ধনী জেগে মরে॥
ও হে শিশু তুমি যারে ভাব চিবদুখী।
বিধাতা তাবেও দেখ করেছেন সুখী॥
অতএব দীন জনে কব সমাদর।
হবে সবাকার প্রিয় সংসার ভিতর॥

মাঠ।

চল ভাই মাঠে যাই বেড়াইয়া আসি।
দেখিতে ধানের খেত বড় ভাল বাসি॥
পাকা পাকা শিষগুলি সোণার বরণ।
বাতাসে দুলিয়া ঢেউ খেলিছে কেমন॥

সারি সারি আহা মরি আছে দাঁড়াইয়া।
নমস্কার করে যেন মাথা নোয়াইয়া॥
চাহিয়া তাহার পানে কৃষকের দল।
মনে মনে হাসে, বুকে পায় কত বল॥
ধান নয় তুচ্ছ ধন, মানুষের প্রাণ।
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যাহে সদা বর্ত্তমান॥
মাঠের মাঝারে তিনি বসিয়া গোপনে।
ফল শস্য উৎপাদন করেন যতনে॥
স্বভাবের শোভা হেথা করি দরশন
মনে বড় হয় সুখ, জুড়ায় নয়ন॥
মেষের শাবকগুলি কেমন সুন্দর।
বাপ মার সঙ্গে চরে ঘাসের উপর॥
নানা রঙ্গে করে খেলা নাচিযা নাচিয়া।
জননীর পাছে ধায় ছুটিয়া ছুটিয়া॥
রাখালেরা গায গীত গাছের তলায।
কেহ বা মধুর স্বরে বাঁশরি বাজায়॥
ঘাসের শয্যায় শুয়ে কেহ ঘুম যায়।
কেহ বা আনন্দে চাল ছোলাভাজা খায়॥
সরল প্রকৃতি দুঃখী কৃষকনন্দন।
পাঁচনি লইয়া হাতে করে গোচারণ॥

মাথার উপরে শোভে সুনীল আকাশ।
ভূতলে হরিদ্বর্ণ কচি কচি ঘাস॥
ধীরে ধীরে বহে সুশীতল সমীরণ।
দলে দলে ওড়ে পাখী বিবিধ বরণ॥
নগরেব গণ্ডগোল নাহি আসে কাণে।
তাই ভাল লাগে মোর আসিতে এখানে॥

চঞ্চল শিশু।

ওরে ভুলো লক্ষ্মী ছেলে, দিও না দোয়াত ফেলে,
বই খানি রাখ আমি পড়ি;
চুপ করে এই খানে, বসে থাক সাবধানে,
এই লও খাও ফুলখড়ী।
শিশুর মনের গতি, তরল চপল অতি,
সে কথা কি যায় তার কাণে;
বিছানায় কালী ঢালে, খড়ী মাখে দুই গালে,
শেলেট কলম ধরি টানে।
হিজি বিজি কথা কয়, মুখপানে চেয়ে রয়,
কি বলে তা বুঝা নাহি যায়;

কখন পুস্তক খুলে, পড়ে পাঠ দুলে দুলে,
ঠিক যেন পণ্ডিত মশায়।
কাগজ কলম ধরি, লেখে মনোযোগ করি,
হিজি বিজি কাগের ছা কত ;
দেখায় আদর করি, দিদিকে শেলেট্ ধরি,
আঁচড় পাঁচড় পাড়ে যত।
ছুটে এসে পিঠে চড়ে, গাযেব উপরে পড়ে,
ব্যস্ত সবে ভুলোর জ্বালায় ;
দেখে তার রঙ্গ ভঙ্গ, পড়া শুনা হল ভঙ্গ,
সবে মিলে মাতিল খেলায।
ভুলোর চঞ্চল মন, স্থির নহে এক ক্ষণ,
কি করিবে বুঝিতে না পারে ;
নাহি মানে কারো কথা, সুরাপায়ী নর যথা,
ছুটিয়া বেড়ায় চারি ধারে।
যাহা দেখে তাই নাড়ে, ধরিলে নাহিক ছাড়ে,
ভাঙ্গে ফেলে করে গণ্ডগোল ;
কভু গায়ে মাখে কালী, দুই হাতে দেয় তালি,
আধ স্বরে বলে হরিবোল।
এক দিন সাধ করি, পিতার চস্মা পরি,
বসিলেক তাঁহার আসনে ;

হাতে লয়ে নস্যদানি, খুলি তার ডালা খানি,
টানিল নিশ্বাস প্রাণপণে।
পোঁটা পড়ে প্যাচ্ প্যাচ্, হাঁচে ভুলো ফ্যাঁছ ফ্যাঁছ,
নাকে মুখে চখে জল ঝরে ;
ছুটে গিয়ে মার কাছে, রাগভরে কাঁদে হাঁচে,
রঙ্গ দেখে সবে হেঁসে মরে।

পল্লিগ্রামের ছেলে।

গোদা গোদা পা দুখানি জুতা নাহি তায়।
উস্ক খুস্ক চুলগুলি ধূলা মাখা গায়॥
কোমরে কাপড় আঁটা শক্ত শক্ত হাত।
চেটালো বুকের পাটা হল্‌দে পারা দাঁত॥
রোদপাকা মুখ খানি তামার বরণ।
সোজাসুজি মোটামুটি ধরণ ধারণ॥
শাদা শাদা দুটো চখে ফেল ফেল চায়।
তিন লাফে গাছে উঠে ফল পেড়ে খায়॥
গায়ময় আমের আঠা আঁচড় পাঁচড়।
মুড়ি গালে দিয়ে মারে শশায় কামড়॥
মরিবার নাহি ভয় যথা ইচ্ছা যায়।
কাঁটা খোঁচা নাহি মানে ছুটিয়া পলায়॥

৪

ঝোপের ভিতর কিংবা গাছের আগায়।
চুপি চুপি চড়ে গিয়া পাখির বাসায়॥
কোঁচড়ে পূরিয়া ছানা লয়ে যায় ঘরে।
ঠ্যাঙ্গে দড়ি বাঁধি তার টুঁটি চেপে ধরে॥
সাঁতার কাটিয়া হয় পুষ্করিণী পার।
ভুস্ করে ভেসে ওঠে ডোবে আর বার॥
কুকুরের ল্যাজ ধরে করে টানাটানি।
কখন তাহার মুখে দেয় মুখ খানি॥
দেখিলে মধুর চাক ঘরের মাচায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া মুখ তার পানে ধায়॥
ডিঙ্গিমেরে চলে ধীরে তস্কর যেমন।
খোঁচা দিয়ে মধু খেয়ে করে পলায়ন॥
মাছির কামড়ে শেষ হয় বিড়ম্বন।
গালফোলা গোবিন্দের মায়ের মতন॥
নাহি ধারে কিছু মাত্র সভ্যতার ধার।
কিন্তু অভিমান নাই বাধ্য সবাকার॥
যারে তারে ভাল বাসে না করে বিচার।
সহজে করিতে পারে পর উপকার॥
মনটি সরল অতি নাহি খুটি নাটি।
কথায় যেমন কাজে সেই রূপ খাঁটি॥

আছে সদ্‌গুণের বীজ তাহার ভিতরে।
সময়ে করিলে চাস শুভ ফল ধরে॥

খেলাঘর।

আয় দিদি দুই জনে বাঁধি খেলাঘর।
আমি কুটি আলু তুই রান্না বান্না কর॥
পুতুলের হবে বিয়ে তোর ভাই বর।
কনেটি আমার দেখ্ কেমন সুন্দর॥
ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব।
সত্যিকের লুচি ভেজে সকলে খাইব॥
ইট দিয়ে ছোট ছোট উনন গড়িব।
শাক ডাল চড়চড়ি অম্বল রাঁধিব॥
ছোট ছোট হাঁড়ি সরা ছোট বেড়ি হাতা।
ছোট থালা বাটী পিঁড়ি ছোট শিল যাঁতা॥
বিছানা বালিস ছোট ঢেঁকি কুলো বটি।
ছোট খাট পানবাটা ছোট ছোট ঘটী॥
আমরা যেমন ছোট মানুষ দুজন।
তেমনি সামগ্রী পত্র করি আয়োজন॥
ধূলর হইল চিনি কাদার পায়েস।
শুক্‌নো মাটির ঢিল মেঠাই সন্দেশ॥

গরম গরম এস খাই তাড়াতাড়ি।
বিয়ে হল ড্যাং ড্যাং চল যাই বাড়ী॥
রবি গেল অস্তাচলে অন্ধকার করি।
ফুরাইল খেলা ধূলা হরিবোল হরি!

ভূতের গল্প।

বুড় ঝিকে ধরি মুখোমুখি করি
বসেছে ছেলের দল;
কহে বার বার, বল্ ঝি আবার,
ভূতের গল্পটি বল্।
আদ্যিকেলে বুড়ি, জানে ঝুড়ি ঝুড়ি,
রূপকথা উপন্যাস;
তার মুখে শুনি, ভূতের কাহিনী,
লাগিত মনেতে ত্রাস।
বুড়ী বলে, "আছে ঐ বট গাছে,
মস্ত এক কাল ভূত;
রাঙা রাঙা দাঁত, লম্বা লম্বা হাত,
ঠিক যেন যমদূত।
পা দুটি তাহার, প্রকাণ্ড আকার,
যেন দুটো তালগাছ;

বুকে মাই দোলে, যেন লাউ ঝোলে,
ছুঁচ্‌লো মুখের ছাঁচ।
পচা গন্ধ গায, নাক জ্বলে যায়,
চুলগুলো মুড় ঝাঁটা;
কাণ দুটো ভুয়ো, যেন পাতকূয়ো,
চক্ষু দুটি গোল ভাঁটা।
নাকে কথা কয, শুনে হয ভয,
পেটটি ঢাকাই জালা ;
খেযে হাতী ঘোড়া, শোল মাচ পোড়া,
নিবাবে জঠোর জ্বালা।
এক দিন বেতে, দেখেছিনু যেতে,
তালপুকুরের ঘাটে ;
ও বাবা ! তাহারে, দেখিলে আঁধারে,
আতঙ্কে পরাণ ফাটে।”
বুড়ীর কথায়, কাঁটা দেয গায,
বুক দুর দুর করে ;
কাহিনী শুনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
পরে সবে ভয়ে মরে।
একে একে শেষে, ঝির কাছঘেঁষে,
বসিল বালক যত ;

লুকাইল কোলে, মাথা নাহি তোলে,
ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত।
এমন সময়, চাকর অভয়,
গন্নাখাঁদা খোনা নাকে;
দূরে দাঁড়াইয়া, বুড় ঝি বলিয়া
বারে বারে তারে ডাকে।
সে রব শুনিয়া, উঠিল কাঁদিয়া,
বালক বালিকা সবে;
করে জড়ামড়ি, ঝির গায়ে পড়ি,
বলে, "মাগো মা কি হবে!"
যেন রাত্রি কালে, ভেড়ার গোয়ালে,
আগুন জ্বালিয়া দিল;
পড়ি ঘোর দায়, বুড়ী বলে "হায,
এই খানে ভূত ছিল!"
সকলে মিলিযা ডরিয়া ডরিযা,
হাঁউ মাঁউ চাঁউ করে;
অভয় আসিল, ভূত পলাইল,
চল শিশু এবে ঘরে।
মোটা বুদ্ধি যার, নাহি কিছু সার,
তাহাকেই ভূতে ধরে;

শিখিলে পড়িলে, বয়স হইলে,
বুঝিবে এ কথা পরে।

আদুরে গোপাল।

আহা মরি যাদুমণি আদুরে গোপাল।
কে খাইল বল তব ইহ পরকাল॥
বিনা অপরাধে কেন তোলো গায়ে হাত।
আপনি সহিতে নার ফুলের আঘাত॥
কথায় কথায় কেঁদে দাও গালাগালি।
গড়াগড়ি দিয়ে গায়ে মাখ ধূলো বালি।
হইয়াছ ধিঙ্গী যেন নাহি ভয় ডর।
চড় গিয়া যার তার ঘাড়ের উপর॥
মা বাপে ধমক দিলে হয় কত রাগ।
কেঁদে কেঁদে তাহাদের বাড়াও সোহাগ॥
অপরে কখন যদি বলে রুষ্ট বাণী।
কাপড় ধরিয়া তার কর টানাটানি॥
অথবা মায়ের কাছে কাঁদিয়া ককিয়া।
দেও তার সঙ্গে গণ্ডগোল বাধাইয়া॥
এত ভালবাসা এত আদর যতন।
তথাপি নরম হতে চাহ না কখন॥

সকলি তোমার দোষ নাহি কোন গুণ।
খাবার সময় ঘরে লাগাও আগুণ॥
উত্তম আহার কিংবা বসন ভূষণ।
সব যেন হইয়াছে তোমার কারণ॥
সব খাব সব লব দিব না অপরে।
অধঃপাতে গেলে হায় আদরে আদরে॥
সঙ্গিরা তোমায় দেখে যমের মতন।
প্রতিবাসী ভয়ে মুখে না কহে বচন॥
কিন্তু বল দেখি শেষ দশায় কি হবে।
জনক জননী আর কত দিন রবে॥
শিখিলে না লেখা পড়া আদরে গলিযা।
বেড়াও আমোদ করি খাইযা খেলিয়া॥
শিশুকালে শিখ যদি মন্দ ব্যবহার।
বড় হলে সর্ব্বনাশ হবে যে তোমার॥
হায় রে আদুরে ছেলে দুষ্টশিরোমণি।
খেয়ে দিলে মাথা তোর জনক জননী॥
সময থাকিতে হও হও সাবধান।
কোর না কোর না আর মিছে অভিমান॥

আকাশ।

(১)

ছোট ছোট তারাগুলি আকাশের গায়,
মাথার উপরে বসি মিটি মিটি চায় ;
আঁধার রজনী কালে, সুনীল গগনথালে,
সাজাইয়া দীপমালা বিবিধ শোভায়
কে যেন বরণ করে জগতপিতায়।

(২)

দলে দলে সারি সারি কেমন সুন্দর,
ঘুরিছে ঝুলিছে সবে শূন্যের উপর ;
বসিযা চাঁদের পাশে, চিক্ মিক্ করি হাসে,
রাজসভা মাঝে যথা রাজঅনুচর ;
বিতরে ধরণীতলে সুশীতল কর।

(৩)

বিনাসূতে গাঁথা মণি মুকুতার হার,
ছড়াছড়ি যায় কত হাজার হাজার ;
হীরক খণ্ডের মত, গ্রহ উপগ্রহ যত,
ঝলমল করিতেছে মাঝে মাঝে তার ;
ইচ্ছা হয় চেয়ে চেয়ে দেখি বার বার।

(৪)

কত দূরে থাকে কোন্ উপর আকাশে,
তবু দেখ আমাদের এত ভালবাসে!—
যখন পৃথিবী হয়, ঘোর অন্ধকারময়,
তখন উহারা একে একে উঠে আসে;
ভাই বোন্ গুলি যেন বাতি ধরে হাসে।

(৫)

দেখিতে যেমন ছোট নহেক তেমন,
বড় বড় এক এক সূর্য্যের মতন;
বহু দূরে আছে তাই, ও রূপ দেখিতে পাই,
ধন্য ভাই বিধাতার সৃজন পালন।
ভাবিলে তাঁহার কথা মুগ্ধ হয় মন।

সুশীল বালক।

সুশীল বালক যেই, সবাকার প্রিয় সেই,
জগতের আদরের ধন;
সবে ভাল বাসে তায়, কোলে লইবারে চায়,
কহে প্রিয় মধুর বচন।
চাহিলে তাহার পানে, সহজেই প্রাণ টানে,
হয় মনে স্নেহের সঞ্চার;

যখন সে যেথা যায়, সেখানে আদর পায়,
সকলেই গায় গুণ তার। -
অতএব শিশুগণ, থাকে যদি আকিঞ্চন,
সুশীল বালক হইবারে;
হও তবে শিষ্ট শান্ত, বিবাদ কলহে ক্ষান্ত,
করিও না অমান্য কাহারে।
পরম ভক্তিভাজন, পিতা মাতা গুরুজন
যা বলেন শুন সেই কথা;
নিজ পাঠে রাখি মন কর বিদ্যা উপার্জ্জন,
যেও না কুসঙ্গে যথা তথা।
যে সকল দুষ্ট ছেলে; সর্ব্বদা বেড়ায় খেলে,
চুরট তামাক পান খায়;
কাহাকে না করে ভয়, অনায়াসে মিথ্যা কয়,
নাহি যায় ভদ্রের সভায়;—
কাণা খোঁড়া দুঃখী নরে, দেখিলেই ব্যঙ্গ করে,
যারে তারে কহে কুবচন;—
কাহাকেও নাহি মানে, লেখা পড়া নাহি জানে,
বাপ মাকে করে জ্বালাতন;—
সে দলে মিশ না ভাই, তারা সব অতি ছাই,
বরং একাকী থাক ঘরে;

ভাই ভগিনীর সাথে, বেড়াও উঠানে ছাতে,
আপনার বাড়ীর ভিতরে।
গায়েতে মেখ না কালী, দিও না কাহাকে গালি,
দেহ মন রাখ পরিষ্কার;
সহচর প্রতিবাসী, খুড়া জ্যেঠা পিসী মাসী
সকলেব কর উপকার।
ভাল মন্দ যাহা পাবে, সোণা হেন মুখে খাবে,
পরদ্রব্যে করিও না লোভ;
ভাল বস্ত্র অলঙ্কার, পাইলে না বলে আব
মনে যেন নাহি থাকে ক্ষোভ।
বিনয় বিদ্যাব বলে, হবে সুখী ভূমণ্ডলে,
যাহা চাবে তাহাই পাইবে;
উত্তম ভোজন পান, সম্পদ সুখ্যাতি মান,
না চাহিতে আপনি আসিবে।
সুপথে যে জন থাকে, ভগবান্ দেন তাকে
যাহা কিছু হয় প্রয়োজন;
তাই বলি বার বার, তাঁরে দিয়ে সব ভার
কর সুখে জীবন যাপন।

নীতি কথা।

কর যদি দোষ তাহা মিথ্যা দিয়ে ঢেক না।
মনের ভিতরে পাপ লুকাইয়ে রেখ না।
গরিবের ছেলেদের গায়ে হাত তুল না।
শিক্ষকে যা শিক্ষা দেন কখন তা ভুল না।
পিতা মাতা গুরুজনে হতশ্রদ্ধা কোর না।
কাহাকেও কোন দিন কটু কথা বোল না॥
দুষ্ট বালকেব পরামর্শ কাণে শুন না।
পাইলে পরের দোষ বেগে চটে উঠ না॥
কি খাইব কি পরিব ইহা বলে ভেব না।
ঘবে যাহা নাই তাহা না পাইলে কেঁদ না॥
না বলিয়া কারো কোন দ্রব্যে হাত দিও না।
যাব তার বাড়ী গিয়ে চেযে কিছু খেও না॥
আপনার ছোট ভাই বোনদের মের না।
কুলোকের সহবাসে মন্দ কাজে থেক না॥

সকালে সকালে উঠে হাত মুখ ধুইবে।
তাব পর দিয়ে মন নিজপাঠ পড়িবে॥
অভ্যাস হইলে পড়া কিছু কাল খেলিবে।
বেলা হলে নেয়ে খেয়ে বিদ্যালয়ে যাইবে॥

বাল্যসহচর ছেলেদের ভাল বাসিবে।
প্রতিবাসী সকলের উপকার করিবে॥
চিরদিন মা বাপের অনুগত থাকিবে।
পরের বিপদ আপনার বলে গণিবে॥
পণ্ডিত শিক্ষক আদি গুরুজনে মানিবে।
তাঁহাদেব উপদেশ সযতনে পালিবে॥
প্রেমিক দয়ালু হয়ে পরদুঃখ ভাবিবে।
দীনজনে অন্ন বস্ত্র দিবে যাহা পারিবে।
কালা বোবা কাণা খোঁড়া যাহাদের দেখিবে
তাহাদের প্রতি আরো বেশী দয়া কবিবে॥
দেহের নিয়মগুলি ধর্ম্ম বলে জানিবে।
বেশী মিষ্ট টক ঝাল কখন না খাইবে॥
বিপদে সম্পদে বিভুপদে মতি বাখিবে।
তা হইলে ইহ পরকালে সুখ পাইবে॥

হিঁয়ালী।

হাত নাই দিবা নিশি সব কাজ করে।
পা নাই বেড়ায় ঘুরে প্রতি ঘরে ঘরে॥
আঁধারে দেখিতে পায় নাহিক নয়ন।
কাণ নাই করে তবু সকলি শ্রবণ॥

জিহ্বা নাই কথা কয়, বিনা মুখে হাসে।
ছোট ছোট ছেলেদের বড় ভাল বাসে॥
ধরিতে যে যায় তারে নাহি দেয় ধরা।
ধরা যেন তার কাছে এক খানি সরা॥
রূপ রস গন্ধহীন বিহীন আকার।
লুকাইয়া চিরকাল করে উপকার॥
অন্ন জল বুদ্ধি বল যোগায সকলে।
ধরা ছোঁয়া নাহি দেয়, থাকে তলে তলে॥
কিন্তু দয়া স্নেহ ঠিক মাযের মতন।
কতই মমতা, আহা কতই যতন।
দেখিলে দুরন্তপনা মন্দ আচরণ।
অমনি বাপের মত করে সুশাসন॥
কখন ছেলের সাথে করে ছেলেখেলা।
বুকে করে রাখে ধবে বিপদের বেলা॥
ও হে শিশু বল দেখি সেই কোন্ জন।
কি নাম কি রূপ তাব আকাব কেমন?

প্রার্থনা।

ও হে প্রভু ভগবান্ অগতির গতি।
দয়াব ঠাকুর পিতা জগতের পতি॥

অবোধ বালক মোরা কৃপার ভিখারী।
ভাল মন্দ হিতাহিত বুঝিতে না পারি॥
জ্ঞানদাতা গুরু তুমি মঙ্গলনিদান।
বিবেক সুবুদ্ধি নীতি কর হে প্রদান॥
বিতরি করুণাকণা দীনহীন জনে।
ফুটাও প্রেমের ফুল হৃদয় কাননে॥
জনক জননী আদি গুরুজন যত।
থাকি যেন তাঁহাদের চির অনুগত॥
তুষিব সকলে সদা সুমিষ্ট বচনে।
করিব আদর ছোট ভাই ভগ্নীগণে॥
মিথ্যা কথা যেন নাহি বলি কোন দিন।
চিরকাল থাকি তব ইচ্ছার অধীন॥
দেও হেন শুভ বুদ্ধি ও হে দয়াময়।
পরদ্রব্যে যেন কভু লোভ নাহি হয়॥
মন্দ ভাব মনে যেন না করি পোষণ।
কখন না আসে মুখে যেন কুবচন॥
দেখিলে পরের দুখ হয় যেন দুখ।
পরসুখ হেরি মনে পাই যেন সুখ॥
তোমার চরণে নাথ এই নিবেদন।
সকলেই সুখে কাল করুক যাপন॥

পরিহরি হিংসা নিন্দা বিবাদ কলহ।
করিব লোকের হিতচিন্তা অহরহ ॥
কুলোকের সঙ্গে কভু যাব না কুপথে।
করিব দীনের প্রতি দয়া সাধ্য মতে ॥
পালিব আদেশ তব দিয়া প্রাণ মন।
যতনে করিব জ্ঞান বিদ্যা উপার্জ্জন ॥
সবে মিলে করি এবে এই হে মিনতি।
থাকে যেন চির দিন তব পদে মতি ॥

[সমাপ্ত।]

বাল্যসখা।

দ্বিতীয় ভাগ।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

"বাল্যসখা" সনে খেলা কর শিশুগণ।
পাবে উপদেশ, হবে আমোদিত মন ॥"

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা।

২১০/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৭। বৈশাখ।

All rights reserved.] মূল্য চারি আনা।

ভূমিকা।

"বাল্যসখা" প্রথম ভাগ অনেক স্থলে আদর-পূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের সুযোগ্য শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়গণ উহা আহ্লাদের সহিত কতিপয় প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে পাঠ্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগ্রহ এবং উৎসাহ পাইয়া এক্ষণে আমি উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করিতেছি। বালক বালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদান করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কেবল কবিতা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইবে না বলিয়া ইহাতে কয়েকটি গদ্য প্রবন্ধও মুদ্রিত করা গেল। ভরসা করি প্রথম ভাগের ন্যায় দ্বিতীয় ভাগও সাধারণের অনুমোদনীয় হইবে।

দ্বিতীয়বারের ভূমিকা।

বাল্যসখার দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণে কোন কোন বিষয় কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল,

এবং ইহাতে কয়েকটি নূতন কবিতাও সন্নিবিষ্ট করা গেল। যে সকল গদ্য প্রবন্ধ ছোট অক্ষরে ছিল তাহা এবার বড় অক্ষরে দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি কবিতা অতিরিক্ত রহিল এই জন্য, যে ইহার ভিতর হইতে যিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন নির্ব্বাচন করিয়া বালকদিগকে শিখাইতে পারিবেন। বালকেরা বর্ষে বর্ষে যেমন উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া ক্রমে উচ্চ ভাষা এবং কঠিন বিষয় সকল শিক্ষা করিতেছে, তাহাদের বাল্যসখাও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। যাহাতে ইহা বয়স্থ বালকবৃন্দের যৌবনেব সহচর হইয়া সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বন্ধুর কাজ করিতে পারে তদ্বিষয়েও গ্রন্থকারের বিশেষ আগ্রহ আছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ গ্রন্থের সদুদ্দেশ্য সাধন পক্ষে সহায় হন এই এখন প্রার্থনা।

সূচীপত্র।

বাল্যসখা।

দ্বিতীয় ভাগ।

স্তব।

"দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহির্বস্তশ্চ মে বিভুঃ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥"

(১)

জয় বিশ্বপিতা ভগবান্ দয়ানিধি
ভক্তসখা জগবন্দন হে;
পরমেশ মহেশ অশেষ গুণাকর
সর্ব্বজন-প্রতিপালক হে।

(২)

জগদীশ্বর জাগ্রত মঙ্গলআলয
সঙ্কটমোচন প্রেমঘন;
ভবতাপনিবারণ নামসুধা তব
পান করে ঋষি যোগিগণ।

(৩)

চিরজীবন-আশ্রয় শান্তির সাগর
দীন অনাথ জনের গতি ;
শিব সুন্দর ঈশ্বর দেব নিরঞ্জন
বিঘ্নবিনাশন লোকপতি ।

(৪)

অসহায় বিচঞ্চল দুর্ব্বল বালক,
যাচি বরাভয় ও চরণে ;
সুগভীর কৃপা তব সম্বল কেবল
দেহি বিভো গতিহীন জনে ।

গৃহাশ্রম ।

ও রে ভাই বসন্ত পবন !
সহসা আসিয়া মোর, ভাঙ্গিলি ঘুমের ঘোর,
কেন বল্ কিসের কারণ ?

থাকি আমি প্রবাসে একাকী ;
নাহি কাছে আপনার, ভাই বন্ধু পরিবার,
ঠিক্ যেন পিঞ্জরের পাখী ।

কোথা থেকে এলি তুই বল্ ;
কেন গায়ে হাত দিলি, এত দিন কোথা ছিলি,
দেখে তোরে চক্ষে আসে জল।

প্রেমভরে দিয়া আলিঙ্গন
কাণে কাণে কি বলিল, শুনে প্রাণ উথলিল,
মন বড় হ'ল উচাটন।

যেও না দাঁড়াও একবার ;
কি বলিলে বল ভাই, বহু দিন শুনি নাই,
বাড়ীর কুশল সমাচার।

কাছে এস শুনি সব কথা ;
এলে যদি সদাগতি, কেন যাও ত্বরা গতি,
প্রবাসীর মনে দিয়ে ব্যথা।

হায় রে মলয় সমীরণ !
বিদেশে আমায় ফেলি, কেন কাঁদাইয়া গেলি,
বল্ তারা কে আছে কেমন।

পড়িল বাড়ীর কথা মনে ;
কবে আমি যাব বাড়ী, বিদেশ প্রবাস ছাড়ি,
নেহারিব ভাই ভগ্নীগণে।

পিতা মাতা আছেন যথায় ;
সেই সুখময় স্থান, দেখিবারে চাহে প্রাণ,
কবে হায় যাইব সেথায়।

পুরাতন পৈতৃক ভবন ;
ঘরগুলি পরিপাটী, মিষ্ট লাগে যার মাটী,
পবিজন প্রিয়দরশন।

হায় গৃহাশ্রম সুখধাম !
তব কোলে বসি কবে, দেখিব তাদের সবে,
পাব শান্তি বিশ্রাম আরাম।

প্রণমিব গুরুজনপদে ;
খাইব মায়েব হাতে, বসি সকলের সাথে,
ঘুমাইব সুখে নিরাপদে।

মা বাপের সুমিষ্ট বচন
শুনে হব বিগলিত, গাইব সুখের গীত,
পুত্রমুখ করিব চুম্বন।

প্রাণাধিক আত্মীয় স্বজনে
আলিঙ্গন দিয়া সুখে, চাপিয়া ধরিব বুকে,
মিশে যাব সবাকার সনে।

প্রিয়তমা প্রেয়সীর সঙ্গে
করি প্রীতি সম্ভাষণ, অনন্যাবলোকন,
বিহরিব প্রণয়প্রসঙ্গে।

এক সঙ্গে বসিয়া সকলে
দিব ভক্তিপুষ্পাহার, কৃতজ্ঞতা উপহার,
গৃহদেবতার পদতলে।

কবে মোর হইবে সে দিন;
আহা যদি পাখা পাই, এখনি উড়িয়া যাই,
কিন্তু হায়! আমি পরাধীন।

প্রকৃতমহত্ত্ব।

দরিদ্র হইলে তারে ছোট লোক বলে না,
ধনেতেও বড় লোক হতে কেহ পারে না;
সত্য পথে থাকে যেই, মহৎ মনুষ্য সেই,
দীনহীন হইলেও তার মান কমে না;
অসার বিলাস সুখে কখন সে মজে না।

ধনীর সন্তান কত দুঃখী হয়ে রহিল,
থাকিতে উপায় লেখা পড়া নাহি শিখিল;

কিন্তু কত অসহায়, পিতৃহীন নিরুপায়,
পরের আশ্রয়ে থাকি সুপণ্ডিত হইল;
সুনীতি সুবুদ্ধিবলে উচ্চ পদে বসিল।

পাইয়া প্রচুর ধন ধনী সুখী হয় না,
দেখিলে পরের ভাল তার প্রাণে সয় না;
হিংসায় জ্বলিয়া মরে, লোকের অনিষ্ট করে,
মনের ভিতরে পোষে কত নীচ কামনা,
নিজদোষে ভোগে শেষে নরকের যাতনা।

মন যার বড় সেই সকলের উপরে,
কোমল হৃদয় তার পরদুঃখে বিদরে;
প্রাণ গেলে নাহি বলে, মিথ্যা কথা কোন ছলে,
ভাল বেসে সকলেরে ভাসে সুখসাগরে;
দুঃখের ভিতরে সেই সদানন্দে বিহরে।

বিনম্র প্রকৃতি তার আড়ম্বর জানে না,
নীরবে কাটায় কাল মুখে কিছু বলে না;
কিন্তু চরিত্রের বলে, রাখে সবে করতলে,
শূর বীর ধনী জ্ঞানী কাহাকেও ডরে না;
অটল পর্ব্বত যেন কিছুতেই টলে না।

মেনার্ডের বীরত্ব।

কোন সময়ে এক খানি বৃহৎ জাহাজ আমেরিকার অভিমুখে গমন করিতেছিল। গম্য স্থান নিকটবর্ত্তী দেখিয়া আরোহিগণ আশা এবং আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, শত শত লোকের দৃষ্টি কিনারার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, এমন সময় "জাহাজে আগুন" এই ভয়ঙ্কর ধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। কিরূপ গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে প্রথমে তাহা অনেকে বুঝিতে পারে নাই। পরে যখন তাহারা শুনিল সত্য সত্যই জাহাজে আগুন লাগিয়াছে, তখন ভয়ে উদ্বেগে সকলে একবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। কেহ কেহ উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে অগ্নিলগ্ন স্থানের দিকে ধাবিত হইল, কেহ বা প্রাণভয়ে কাঁদিতে লাগিল। অনন্তর যখন দেখা গেল, জাহাজের নিম্নদেশ হইতে কেবল অল্প মাত্র ধূম বিনির্গত হইতেছে, তখন মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু নাবিকগণ এই মিথ্যা আশায় ভুলিয়া থাকিতে পারিল না, এবং ঘোর বিপদ

উপস্থিত জানিয়াও নিরুদ্যম বা আশাহত হইয়া রহিল না। প্রধান নাবিক তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া স্থিরভাবে আদেশ করিতে লাগিলেন। সকলে মিলিয়া অগ্নি নির্ব্বাণের বিবিধ উপায় অবলম্বন করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার বেগ হ্রাস করিতে পারিল না; বরং প্রবল বায়ুর সাহায্যে তাহা আরো জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে রক্তবর্ণ অগ্নি-শিখা সকল অধোদেশ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সর্ব্বোচ্চ গুণবৃক্ষকে পরিবেষ্টন করিল। কিঞ্চিৎ কাল অগ্নির গতি রোধ করিতে পারিলে আরোহিগণের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে,এই আশায় নাবিকগণ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছে। প্রচণ্ড উত্তাপে তাহাদিগের অঙ্গ দগ্ধ এবং ঘর্ম্মাক্ত হইল, ধূমরাশিতে শ্বাস রুদ্ধ হইতে লাগিল, জল সিঞ্চন করিতে করিতে হস্তের শিরা ফুলিয়া উঠিল, তথাপি কর্ত্তব্য সম্পাদনে কেহ নিশ্চেষ্ট রহিল না। ক্রমে সেই অর্ণবতরী অগ্নির তেজে এবং প্রবল পবনসংযোগে মহাবেগে উপকূলের দিকে আসিতে লাগিল।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র সামর্থ্য থাকিবে

ততক্ষণ এ কার্য্যে কেহ ক্ষান্ত হইবে না, এইরূপ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ক্রমে ক্রমে শেষ কলঘরের ভিতর আগুন আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরের এবং বাহিরের উত্তাপে বাষ্পাধারে এত অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইতে লাগিল, যে কিছুতেই আর তাহার গতি বোধ করা গেল না। বোধ হইতে লাগিল যেন অনলরাশি মনুষ্যের সমস্ত চেষ্টাকে উপহাস করিতেছে। তদনন্তর ভীমবেগে পোতের চক্র সমুদায় ঘুরিতে লাগিল, মাস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়িল, ধূমরাশি ও অনলকণায় চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিল। স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের ক্রন্দনরবে, অপর যাত্রী ও নাবিকগণের কোলাহলে সাগরবক্ষ পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু প্রধান নাবিক কিছুতেই হতাশ্বাস হইলেন না। তিনি দেখিলেন, এক ঘণ্টাকাল চালনা করিলে পোত তীর প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তাহা সম্পন্ন হইবার আশা অতি অল্প। পশ্চাদ্ভাগে অগ্নি এত প্রবল যে, তথায় কর্ণধারের অবস্থান প্রায় অসম্ভব।

এইরূপে নিরুপায় হইয়া সকলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে এমন সময় জন্ মেনার্ড নামক

এক জন নাবিক মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করত অগ্রসর হইল। "সকলে পোতের অগ্রভাগে গমন কর" এই বলিয়া সে কর্ণধারণপূর্ব্বক অনলরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল। কাপ্তেন্ বংশীধ্বনি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেনার্ড! তুমি কি এখনো কর্ণ চালনা করিতেছ?" তাহার উত্তর পাইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু অপর লোক সকল পাগলের মত হইয়া জলে ঝাঁপ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মেনার্ড কর্ণ চালনায় অক্ষম হইলে হয় তরী ডুবিবে, না হয় যাত্রিগণসহ ভস্ম-সাৎ হইবে। কাপ্তেন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেনার্ড! তুমি কি আর পাঁচ মিনিট্ কাল কর্ণ-ধারণ করিতে পারিবে?" সে উচ্চ নিনাদে বলিল, "আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সাহায্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেনার্ড অনলজালে আবেষ্টিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার একটি হস্ত দগ্ধ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, মস্তকের কেশ, পরিধেয় বসন জ্বলিয়া উঠিল, পাদুকা স্খলিত হইল, দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া

আসিল, তখন তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি কর্ণ ছাড়িলেন না। তখনও জ্ঞান আছে যে তাঁহার উপর চারি শত মনুষ্যের জীবন নির্ভর করিতেছে। পোতের গতি ক্রমে আরও দ্রুত হইল এবং উহা অবিলম্বে তীরস্পর্শ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরে "ঈশ্বর ধন্য! জাহাজ তীরে পোঁছিয়াছে" এই বলিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বীর পুরুষ মেনার্ডকে আর তাঁহারা পাইলেন না। সে নিজ প্রাণ প্রজ্বলিত হুতাশনে বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

মাতৃভক্তি।

শোধিব মায়ের ঋণ ছিল সাধ মনে,
কিন্তু তাহা অসম্ভব দেখিনু এখন;
তাঁহার স্নেহের ঋণ, বৃদ্ধি হয় দিন দিন,
কমে না সামান্য ধনে অশন বসনে;
কে পারে করিতে হায়! সে ভার মোচন।

বিদেশ হইতে যদি যতন করিয়া
আনি কোন সুখসেব্য খাদ্য তাঁর তরে;

ঘুরে ফিরে দেখি তাই, আমিই আবার খাই,
মনের বাসনা যায় মনে মিলাইয়া ;
অবসন্ন হয় হিয়া কৃতজ্ঞতা ভরে।

অবাক্ হইনু হেরি মায়েব স্বভাব,
এত ভালবাসা আব পাইব কোথায় ;
কেবল বাসনা চিতে, সর্ব্বস্ব আমায দিতে,
ধরিতে যে নাবি আর এ মধুর ভাব ;
গলে প্রাণ প্রেমনীরে বুক ভেসে যায।

কেমনে এ বেগ আমি করি সম্বরণ,
মা বলিযা কাঁদি তবে বসিয়া বসিযা ;
কোমল প্রকৃতি তাঁর, সুমধুর ব্যবহাব,
ভুলিতে কি পাবি আমি জীবনে কখন ?
রাখিব সে মুখ খানি হৃদয়ে আঁকিয়া।

উচ্চ অভিলাষ।

নাহি যার মনে উচ্চ অভিলাষ,
চির দিন সেই অবস্থার দাস,
নাহি কোন ভার, ভাবনা তাহার,
অসার জীবন ধরে ;

পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া
খায় মজা করে উদর পূরিয়া ;
বসিয়া ভবনে, পোড়ায় বচনে,
মিছে কাজে কাল হরে।

কোন দায়ে তারে হয় না ঠেকিতে,
কাজের বাহির, পারে না খাটিতে ;
পরঅন্ন খেয়ে, পরমুখ চেয়ে,
বেড়ায় ফু দিয়া গায় ;
শুনিলে কাহারো সুখ্যাতি রটনা
লাগে তার বড় মরমে বেদনা ;
অলস হইয়া, হিংসায় জ্বলিয়া
নিজে নিজগুণ গায়।

আপনি চাহে না উন্নত হইতে,
অন্যের উন্নতি পাবে না দেখিতে ;
সাধ মনে মনে, বিনা পরিশ্রমে
না পড়ে পণ্ডিত হবে ;
মোটা বুদ্ধি তার অতি নীচ মন,
বৃথা কাজে করে সময় যাপন ;

থাকে চিরদিন, পরের অধীন,
নাহি পায় সুখ ভবে।

পরনিন্দা তার জীবনের কার্য্য,
যথা বিদ্যাহীন মূর্খ ভট্টাচার্য্য ;
সদাই বিরক্ত, কথা গুলি শক্ত,
নাহি প্রসন্নতা মুখে ;
দেখি সুপণ্ডিত ধনবন্ত জনে
অতিশয় কষ্ট পায় মনে মনে,
কথায় তাহারে, কেহ নাহি পারে,
কিন্তু মরে মনোদুখে।

"শিখিব পড়িব বড় লোক হব,
পরগলগ্রহ হয়ে কেন রব ?
চরিত্রের বলে, জিনিব সকলে,
সাহসে করিব ভর ;"
এরূপ প্রবল প্রতিজ্ঞা যাহার,
হন ভগবান্ সহায় তাহার ;
যে কাজ সে ধরে, প্রাণপণে করে,
নাহি কিছু ভয় ডর।

বিবেক শক্তি।

আমেরিকার অন্তর্গত বোষ্টন্ নগরে থিয়োডোর পার্কার নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতা কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। পার্কারের বয়ঃক্রম যখন সাত বৎসর সেই সময় তিনি এক দিন পিতার কার্য্যক্ষেত্র হইতে একাকী বাড়ী আসিতেছিলেন। পথপার্শ্বে এক স্থানে কতক গুলি পদ্ম ফুল ফুটিয়াছিল। সেই ফুল তুলিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, তাহার উপরে একটি ভেক শুইয়া রহিয়াছে। তরল মতি বালকেরা নিরীহ জীব জন্তু দেখিলেই তাহাদিগকে প্রহার করিতে চায়। পার্কার বালস্বভাব বশতঃ সেই ভেককে মারিতে উদ্যত হন এবং যষ্টি উত্তোলন করেন। ভেকের মস্তকে যষ্টি প্রহার করিবেন এমন সময় কে যেন তাঁহাকে নিষেধ করিল। তখন পার্কারের হাতের যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল, আর তিনি তাহাকে মারিতে পারিলেন না। কিন্তু এ জন্য তাঁহার মনের মধ্যে একটি

বড় আন্দোলন উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তিনি গৃহে আসিলেন এবং জননীর নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহার মাতাও এক জন অতি ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী নাবী ছিলেন। পার্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ! আমাকে ভেক প্রহারে যে নিষেধ করিল, সে কে?" জননী বলিলেন, "বৎস! কেহ কেহ তাহাকে বিবেক বলে; কিন্তু আমি উহাকে ঈশ্বর-বাণী বলিয়া থাকি। তুমি যদি এই বাণী শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এক জন বড় লোক হইতে পারিবে।" এ কথা সত্য সত্যই পার্কারেব জীবনে ফলিয়াছিল। যে ব্যক্তি বিবেকেব কথা শুনিয়া চলে তাহার বুদ্ধি ক্রমে মার্জ্জিত হয, এবং সে নির্ভয় মনে চিবকাল সুখে সত্য পথে অবস্থিতি করে।

শৈশব প্রণয়।

নদীতটে বাঁধা ঘাট, দুই ধারে খোলা মাঠ
নব দুর্ব্বাদলে সুশোভিত;

ইতস্ততঃ শোভে চারু, ঝাউ বট দেবদারু
নবীন পল্লবে আবরিত।
অতি রমণীয় স্থান, তার মাঝে বিদ্যমান
পরম সুন্দর বিদ্যালয়;
শিশুগণ দলে দলে, ঘাটে মাঠে তরুতলে,
খেলা করে ছুটির সময়।
সুবোধ সরল মতি, প্রিয়দরশন অতি,
বালক যুগল সেইখানে;
ধরি দোঁহে করে করে, সুখে বিচরণ করে,
নাহি চাহে আর কারো পানে।
শৈশব প্রণয়ে গলি, মুখোমুখি গলাগলি,
মন খুলে কত কথা বলে;
খায় বসি দুই জনে, বিরলে আনন্দ মনে,
হাস্য মুখে ধীরে ধীরে চলে।
আহা কি মধুর হাসি, কিবা ভালবাসাবাসি,
দুই দেহে যেন এক প্রাণ;
বাজে যথা বীণা যন্ত্রে, এক সুর দুই তন্ত্রে,
তুলি সুমধুর সমতান।
একের হৃদয়ে তার, বাজে যদি একবার,
উঠে ধ্বনি অপর হৃদয়ে;

উভয়ে ঝঙ্কার করি, প্রাণ মন লয় হরি,
মিশে যায় মধুর প্রণয়ে।
দেখিয়া সরল প্রীতি, কহে তাহাদের প্রতি,
জনেক পথিক মনে মনে ;
"ছিনু আমি এক দিন, এইরূপ প্রেমাধীন,
ভালবাসিতাম কত জনে।
নদীতীরে এই ঘাটে, এই সেই খোলা মাঠে,
খেলিতাম তাহাদের সঙ্গে ;
এই দেবদারু তলে, মিশিয়া বালকদলে,
ভাসিতাম প্রেমের তরঙ্গে।
হেরি বাল্যলীলা স্থান, উদাস হইল প্রাণ,
কত কথা পড়িতেছে মনে ;
দেখিতে দেখিতে হায, সুখের শৈশব যায,
নাহি চায ফিরিয়া নয়নে।
হায় এবে কোথা আমি, দেশত্যাগী দূরগামী,
কোথা মম বাল্যসখাগণ ;
আছে সব বেঁচে আছে, কেহ দূরে কেহ কাছে,
কিন্তু কোথা প্রণয়বন্ধন ?
দেখা হলে তাড়াতাড়ি, একবার মাথা নাড়ি
"ভাল আছ" বলি চলি যায় ;

পরিবার ছেলে পুলে, লয়ে তারা আছে ভুলে,
বাল্যসখা পানে নাহি চায়।
কুটিল সংসারপথে, হারাইনু হেন মতে,
শৈশবের সরল প্রণয় ;
সে মধুর ব্যবহার, পাই না দেখিতে আর,
কালস্রোতে হইয়াছে লয়।
ও হে শিশু এই ভাবে, আর কত দিন যাবে,
হবে দশা আমারি মতন ;
থাকে যাহে এ জীবনে, চিরপ্রেম বন্ধুসনে,
তার তরে করহ যতন।”

ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম।

কোন এক জন অর্দ্ধ পাগল মনুষ্য এক দিন রৌদ্র এবং গ্রীষ্মতাপে তাপিত হইয়া এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের তলে গিয়া বসিল। পথশ্রান্তি দূর হইলে, সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধভাগে চাহিয়া দেখে যে বৃক্ষ অতি প্রকাণ্ড, কিন্তু তাহার ফলগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। ইহা দেখিয়া সে মনে মনে বলিতে লাগিল, “বিধাতার কি অবিবেচনা!

এত বড় বৃহৎ বৃক্ষে এমন ছোট ছোট ফল! আর লাউ কুমড়ার লতায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফল। ইহা অপেক্ষা অবিবেচনার কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। পাগল এই কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছে এমন সময় তাহার মুণ্ডিত মস্তকে একটি ফল পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ সে বলিযা উঠিল, "হে ঈশ্বর! তোমার বিবেচনা ধন্য! বটের ফল যদি লাউ কুম্‌ড়াব মত বড় হইত, তাহা হইলেত এখনি আমার মাথা ফাটিযা যাইত। এখন বুঝিলাম, তুমি আমাদিগকে ছাযা দান করিবার জন্যই বট তরুর সৃষ্টি করিযাছ।" এই বলিয়া সে ভক্তিব সহিত সাষ্ঠাঙ্গে একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

রাজা ও কৃষক।

হে রাজন! ভাগ্যবন্ত অট্টালিকাবাসী।
ভোগ সুখে রত ঘোর ইন্দ্রিয়বিলাসী॥
ক্ষীর সর ছানা ননী করিয়া ভোজন।
ধরিযাছ দিব্য কান্তি সোণার বরণ॥

বসিয়া ভূতল গৃহে সহচর সনে।
আমোদে হরিছ কাল হরষিত মনে॥
ইচ্ছা মাত্র সব দ্রব্য পাইতেছ হাতে।
সেবাহেতু ফিরিতেছে দাস দাসী সাথে॥
কিঙ্কর কিঙ্করী করে চামর ব্যজন।
আরাম শয্যায় ঘুমে থাক নিমগন॥
নাহিক অন্নের চিন্তা সদা সুখে ভাস।
তুষার মিশ্রিত জল পান করি হাস॥
কত ধানে কত চাল কিছুই না জান।
যখন যা ইচ্ছা হয় ক্রয় করি আন॥
কিন্তু দেখ দেখি মনে ভাবি একবার।
তলে তলে কে যোগায় এ সব তোমার॥
কর বা না কর তুমি প্রজার পালন।
প্রজাগণ করে কিন্তু তোমারে পোষণ॥
তোমা লাগি দেখ দুঃখী কৃষকতনয়।
দিবা নিশি খাটি করে পরমায়ু ক্ষয়॥
প্রচণ্ড নিদাঘ তাপে তেপান্তর মাঠে।
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ রৌদ্রে কাঠ ফাটে॥
তাহার ভিতরে চাসা করে চাস কর্ম্ম।
পদতলে পড়ে তার মস্তকের ঘর্ম্ম॥

বৃষ্টি বাত শীতাতপ করিয়া বহন ।
অতি কষ্টে করে কিছু শস্য আহরণ ॥
তাও বার মাস পেটে খাইতে না পায় ।
রাজা মহাজনে সব লুটে লয়ে যায় ॥
মলিনবসনা আহা ! কৃষক-পত্নী ।
বঞ্চিত উদর অন্নে জনম-দুখিনী ॥
হইয়াছে সৃষ্টি যেন তোদের জীবন ।
ধনী আর রাজাদের সুখের কারণ ॥
তোদের শোণিতে বাড়ে তাহাদের পুষ্টি ।
কিন্তু তোরা দুঃখী ঘরে নাহি অন্ন মুষ্টি ॥
ওহে রাজা দেখ ভেবে প্রজার মরণে ।
বিলাস সম্ভোগ হয় তোমার জীবনে ॥
মরিয়া তোমায় তারা করে প্রাণ দান ।
তাহাদের ধনে তুমি হও ধনবান্ ॥
তোমাদের লাগি তারা পথের কাঙ্গাল ।
ভাঙ্গা ঘরে থাকে দুঃখে কাটে চিরকাল ॥
কত সহ্য করে আহা ! কত কষ্ট পায় ।
ভাবিলে নয়ন জলে বুক ভেসে যায় ॥
অতএব তাহাদের দুঃখে হও দুখী ।
সদয় হৃদয়ে কর দীন জনে সুখী ॥

পদ্ম ফুল।

সরসীর স্বচ্ছ নীরে, সুমন্দ সমীরে ধীরে,
হেসে দুলে নাচে এক পদ্ম শতদল;
সন্ধ্যার আঁধারতলে, যথা নীল নভস্থলে,
একটি তারকা বিন্দু করে ঝলমল।
মিশে অনিলের সঙ্গে, খেলিছে তরঙ্গে রঙ্গে,
হাসিছে মধুর হাসি হেরি দিবাকরে;
সহসা পড়িয়া গায়, চঞ্চল পবন তায়,
ডুবাইয়া দিতে চায় জলের ভিতরে।
করে দোঁহে জলকেলী, খুটি নাটি ঠেলা ঠেলি,
যেন পিঠোপিঠি ভাই বোন্ দুই জন;
সরোজিনী লজ্জাবতী, কোমল প্রকৃতি অতি,
মারুত দুরন্ত শিশু ছেলের মতন।
তবু মুখ খানি তার, অন্য দিকে এক বার,
ফিরাইতে নারিল সে নিমেষের তরে;
কেবল আকাশ পানে, চাহে সে প্রাণের টানে,
ভিজে ভিজে ঊর্দ্ধ-মুখে ভাসে সরোবরে।
নিরখিয়া বার বার, অনিলের অত্যাচার,
সলিল উঠিল রাগে ফুলাইয়া দেহ;

সমানে সমানে রণ, লম্ফ ঝম্প আস্ফালন,
পরস্পর প্রতিঘাত নাহি হারে কেহ।
গোলে মালে তারা ছুটি, পরিমল লয় লুটি,
ছড়ায় সুগন্ধ রাশি আকাশে ভূতলে;
কমলিনী সুখে ভাসে, তাহাদের আশে পাশে,
হাসে খেলে যথা সুরবালা সুরদলে।
আহা সখী পঙ্কজিনী, সুধামুখী সুহাসিনী,
তব রূপ গুণে কে না হয় বিমোহিত;
সুকোমল শ্বেত কায, মকরন্দ মাখা গায,
সুন্দর চরণ খানি জলে লুকায়িত।
এমন পঙ্কিল জলে, সুবিমল শতদলে,
রচিলেন যিনি তব সুচারু বদন;
ধন্য সেই কারিগর, মহাকবি গুণাকর,
ভক্তিভরে করি তাঁর চরণ বন্দন।

প্রেমের জয়।

কোন দেশে এক জন ধনবান্ কৃষক ছিল। সে আপনার পুত্রকে এত অধিক আদর করিত এবং প্রশ্রয় দিত যে তাহাতে সেই পুত্র বয়োবৃদ্ধি সহকারে অতিশয় পাষণ্ড হইয়া উঠে। বাল্য

কালের অবাধ্যতা ক্রমে যৌবনে তাহাকে এক-বাবে হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য করিয়া ফেলিল। পিতা মাতা কোন দিন কিছু বলিলে সে তাহা-দিগকে কুবাক্য বলিযা উড়াইয়া দিত। পরি-শেষে সেই যুবা প্রতিবাসীদিগের নিকট নিতান্ত ঘৃণাস্পদ এবং বিবক্তিভাজন হইয়া পড়ে। আত্মীয কুটম্বগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহাব পিতা মাতাকে উত্তেজনা কবিতে লাগিল। সে তাহাব পিতার এক মাত্র সন্তান ছিল, সুতরাং পিতা মাতা তাহাকে একবারে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। তদ্দর্শনে জ্ঞাতিবর্গ একদিন স্পষ্টাক্ষবে বলিল, "তোমবা যদি উহাকে ত্যাজ্য-পুত্র না কর, তাহা হইলে আমাদিগেব সঙ্গে তোমাদের আহার ব্যবহার থাকিবে না।" এ কথা শুনিয়া কৃষকেব মনে বড় ভয উপস্থিত হইল। সমাজচ্যুত হইয়া থাকা অতিশয় অপমানেব বিষয় মনে করিয়া সে অগত্যা আত্মীয়গণের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিল এবং সকলেব সম্মুখে পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইল।

আত্মীয় বন্ধুগণ সভাস্থ হইলে এক ব্যক্তি ঐ

যুবাকে গিয়া কহিল, "তোমাকে পিতৃধনে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রতিবাসী সকলে একত্রিত হইয়াছে"। সে তখন অসৎসঙ্গে বসিয়া সুরাপান করিতেছিল; সংবাদ পাইযা বলিয়া উঠিল, "তাহাতে কি হইবে? আমি কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। তাহাদের সভা লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিযা বলিব, আমাকে পাঁচ শত টাকা দাও, দিয়া তবে পরিত্যাগ কর।"

অতঃপর সে এক খানি ছোরা বগলে লইযা সভার অভিমুখে ধাবিত হইল, এবং দেখিল যে কুটম্বগণ একে একে ত্যাগপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতেছে। পরে কৃষক যখন ঐ পত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন তাহার মাতা আসিযা স্বামীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "দেখ, বহু দিন হইতে আমরা এক সঙ্গে আছি; এখন এই প্রার্থনা, তুমি এমন কর্ম্ম করিও না। আমাকে যদি ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, তথাপি আমি সন্তানকে ছাড়িতে পারিব না।" এই বলিয়া কৃষকপত্নী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া বৃদ্ধ কৃষক ত্যাগপত্র

খানি জ্ঞাতিদিগের হস্তে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "যদি তোমরা আমাদিগকে পরিত্যাগ কর সেও ভাল, তথাপি আমরা সন্তান পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এক বারত মরিতেই হইবে, ববং আমরা পুত্রের মুখ চাহিয়া পথের পার্শ্বে মরিয়া থাকিব।"

পিতা মাতার ঈদৃশ স্নেহবাক্য শ্রবণে বিপথ-গামী যুবা একবাবে মাটিতে বসিয়া পড়িল। জনক জননীর বাৎসল্যবসে তাহার পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল। তখন সে কৃতাঞ্জলিপুটে সর্ব্ব-সমক্ষে বলিতে লাগিল, "আপনারা আমার পিতা মাতাকে আব এক মাস কাল অপেক্ষা কবিতে বলুন, এই সময়ের মধ্যে আমি ভাল হই কি না দেখিতে পাইবেন।" সেই দিন হইতে সে ক্রমে অতি শান্ত স্বভাব কোমল প্রকৃতি সুপুত্র হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করে। তাহার মাতা মৃত্যু কালে বলিয়াছিল, "বৎস, তুমি স্বীয় দুষ্ক-র্ম্মের জন্য যদি অনুতাপ না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে না বুঝিয়া যে অন্যায় আদর দিয়াছিলাম তজ্জন্য আমাকে নরকে ডুবিয়া

মরিতে হইত। কিন্তু এখন আমি স্বর্গে চলি-
লাম।”

ভালবাসা।

চাহ যদি ভালবাসা, ছাড়ি স্বার্থ সুখআশা,
ভালবাস অবিচারে নবনারী সকলে;
ভালবাসে যেই জন, সদা সুখী তার মন,
চাহে না সে অন্য ধন সে ধনের বদলে।
ভালবাসা আপনার, আপনিই পুরস্কার,
অসার সুখ্যাতি তার কাণে ভাল লাগে না;
হৃদয়কমলে বসি, নিজ প্রেমরসে রসি,
কেবল সে ভালবাসে কোন আশা রাখে না।
প্রেমিক হৃদয় নর নাহি জানে আত্ম পর,
দুঃখীর চক্ষের জলে তার প্রাণ বিদরে;
বিপন্ন জনের ভার স্কন্ধে লয়ে আপনার
করে সে পরের সেবা প্রফুল্লিত অন্তরে।
সে প্রেম কোমল অতি, যথা সতী লজ্জাবতী,
লোকের সম্মুখে আসি দেখা দিতে চায় না;
হৃদয়ের থাকে থাকে, জমাট বাঁধিয়া থাকে,
ভিতরে ভিতরে ভাবে জগতের ভাবনা।

নাই বা দেখিল লোকে ? সঙ্গে যাবে পরলোকে,
ইহলোকে সকলের উপকার করিয়া ;
অতএব যথোচিত, কর মানবের হিত,
প্রাণ দিয়ে ভালবেসে যাও স্বর্গে চলিয়া।
দিলে প্রেম এক বিন্দু উথলে হৃদয়সিন্ধু,
বিতরিলে বৃদ্ধি হয কিছুতেই কমে না ;
কিন্তু না বিলালে তায়, সমূলে শুকায়ে যায়,
জীবন তরুব শাখে ফুল ফল ধরে না।
প্রেমেতেই হয নর, লোকপূজ্য মান্যবব,
ইহ পবলোকে তাব যশঃ কীর্ত্তি বিরাজে ;
সাক্ষী তার গৌরশশী, শাক্য পল্ ঈশামসি,
যাদের প্রেমেব স্রোত বহে জনসমাজে।
বিজন গহন বনে, প্রকৃতি আপন মনে
ফুটাইযা বন ফুল পরিমল বিতবে ;
তাহার সুন্দর হাসি, সদ্যমকরন্দ রাশি
অপচয় হয ঘোর অরণ্যের ভিতবে।
কিন্তু তাহে কত প্রীতি, কত জ্ঞান কত নীতি
শিক্ষা দেয় প্রেমহীন আত্মম্ভরী মানবে ;
ছড়ায় লাবণ্যভাতি, সুধাগন্ধ দিয়া-বাতি
সহজে প্রসন্ন মুখে বসি একা নীরবে।

সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বৃষ্টি পালন করিছে সৃষ্টি,
পাপী সাধু ভাল মন্দ ছোট বড় বাছে না ;
তরুগণ অকাতরে ফল ছায়া দান করে,
শত্রু মিত্র আত্ম পর ভেদাভেদ জানে না।
তাই বলি ভাল বাস, আনন্দ বদনে হাস,
উদ্বেলিত সিন্ধুজলে দেও তেল ঢালিযা ;
প্রেমে নাই প্রবঞ্চনা, অনিষ্টের সম্ভাবনা,
যাবে তারে ভাল বাস প্রাণ মন খুলিযা।

কুঅভিপ্রায়ের প্রতিফল।

পণ্ডিত পিথা গোবাসের এক জন শিষ্য পাপ-চিন্তাকে মনে স্থান দিযা একবার বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি এক যোড়া বিনামা ধারে ক্রয় করেন। কিছু দিন পরে তাহার মূল্য পরিশোধ করিতে গিয়া শুনিলেন, দোকানদার মরিযা গিযাছে, এবং স্বচক্ষে দেখিলেন তাহার দোকান খালি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার মনে বড় আহ্লাদ হইল, ভাবিলেন বাঁচিয়া গেলাম, এই মূল্যে আর এক যোড়া নূতন বিনামা কিনিয়া

পবিব। এই স্থির করিযা তিনি টাকা লইযা বাড়ী ফিবিয়া গেলেন। দোকানদারকে তিনি এইরূপে ফাঁকি দিলেন বটে, কিন্তু সেই দিন হইতে তাঁহার মন বড় অসুখী হইল। ঐ কথা বারংবাব মনে উদিত হইযা তাঁহাকে অতিশয কষ্ট দিতে লাগিল। পরিশেষে নিতান্ত জ্বালাতন হইয়া বলিযা উঠিলেন, "পৃথিবী সম্বন্ধে দোকানদার মরিযা গিযাছে সত্য, কিন্তু আমার সম্বন্ধে সে যেমন তেমনি বাঁচিয়া রহিয়াছে।" অতঃপব তিনি আর সে যন্ত্রণা সহ্য কবিতে না পাবিযা উক্ত টাকা চর্ম্মকাবের শূন্য গৃহে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। তখন তাঁহাব মনের ভাব কমিযা গেল, এবং হৃদয শান্তি লাভ করিল।

ছাত্রের জীবন।

ছাত্রের জীবন কিবা নির্দ্দোষ নির্ম্মল,
কুটিল সংসার-বুদ্ধি নাহি তার মনে ;
যথা শুদ্ধাচাবী সুচরিত্র শিষ্যদল,
সুনিয়মে করে বাস ঋষিতপোবনে।

আহার বিহার সুখ বিলাস বাসনা
পারে না ফেলিতে তারে পাপ প্রলোভনে ;
দিবস যামিনী করে বিদ্যা আলোচনা,
বিদ্যার ভাবনা ভাবে সজনে বিজনে।

সময়ে যা পায় তাই খায় হাস্য মুখে,
পুস্তকে মস্তক রাখি সুখে নিদ্রা যায় ;
ভাবীসুখ লাগি থাকে বর্ত্তমানে দুখে,
সব সহ্য করে বুক বাঁধিয়া আশায়।

নাহি থাকে অন্নচিন্তা সংসারের ভাব,
করে না কখন বিষয়েব আন্দোলন ;
সবল প্রকৃতি অকপট ব্যবহাব,
পিতা মাতা গুরুআজ্ঞা করে সম্পাদন।

সুখলোভী ছাত্র যে বিলাসপবায়ণ,
অলস আমোদপ্রিয় প্রবৃত্তির দাস ;
করিতে না পারি জ্ঞানধন উপার্জ্জন,
আপনি ঘটায় আপনার সর্ব্বনাশ।

পরম পবিত্র তীর্থ বিদ্যার মন্দিব,
করেন যথায় জ্ঞানদেবতা বিহার ;

শিখিয়া স্থনীতি তথা হও নম্র ধীর,
দেখ যেন কিছুতে না বাড়ে অহঙ্কার।

প্রথম বযসে ভাই কর সেই কর্ম্ম,
ভবিষ্যতে হয যাহে পবম কল্যাণ;
বিদ্যার সাধনে সিদ্ধি হয নীতিধর্ম্ম,
ধর্ম্মহীন জ্ঞান বহু দোষের নিদান।

বৃদ্ধ বৃষ এবং যুবা।

দীর্ঘ শৃঙ্গধাবী, অন্ত দন্ত হীন,
এক বৃদ্ধ বলীবর্দ্দ;
নিতান্ত প্রবীণ, ধীর শান্ত অতি
নাহি গলে রজ্জুবদ্ধ।
চক্ষে ছানিভরা, ক্ষত সর্ব্ব অঙ্গে,
তাহে রস বক্ত ঝরে;
ভগ্ন উরু কটি, স্ফীত পদতল,
কাঁপে যেন বায়ুভরে।
টলিতে টলিতে, যায় পথে চলি,
কখন শুইয়া পড়ে;

জর জর তনু, মর মর প্রায়,
মারিলেও নাহি নড়ে।
বহে অবিরত নাকে চখে জল,
কাকে কাণ খুঁটে খায়;
গায়ের দুর্গন্ধে, কাছ দিয়া লোক,
হাটিতে নাহিক চায়।
শোকে বৃষবর ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস
একাকী পথের মাঝে;
হেন কালে এক যুবক নবীন
যায় দ্রুতগতি কাজে।
কহে তারে ডাকি বৃষভ প্রাচীন
ক্ষীণ কণ্ঠে মৃদু স্বরে;
"ও হে নব্য যুবা শুন শুন বলি,
এত ব্যস্ত কার তরে?
কোথায় যাইবে? স্থির হও ভাই,
দাঁড়াও একটু খানি;
মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও দুটো
বৃদ্ধের নিদান বাণী।
তোমার মতন ছিনু এক দিন
আমিও কাজেতে রত;

যৌবন বয়সে এই পৃষ্ঠদেশে,
বহিয়াছি বোঝা কত।
বুকে জোঁল বাঁধি, স্কন্ধে লয়ে হল
চসেছি কঠিন ভূমি ;
খেটেছি সবলে ভূতের মতন,
খাটিছ যেমন তুমি।
কত সমাদব মমতা যতন
করিত তখন সবে ;
ভাবিতাম মনে, এমনি সুদিন
চির দিন বুঝি রবে।
প্রভুর গৃহিণী, পুত্র পুত্রবধূ
সকলে আদর করি
দিত ঘাস জল, খোল্ কুঁড়ো ভুসি
আঁচল আঁচল ভরি।
বাবা ধন বলি নিজে গৃহস্বামী
বুলাইত পিঠে হাত ;
দিত না যাইতে বাড়ীর বাহিরে,
রাখিত নিয়ত সাথ।
এবে দেখ মম এই হীন দশা,
রোগে অনাহারে মরি ;

নাহি লয় আর কেহ সমাচার,
তাই বসে খেদ করি।
যাদের সেবায় জীবন যৌবন
করিনু সকলি মাটী;
এখন তাহারা পুছে না আমায়
দিয়ে খড় এক আটি।
বাড়ীর নিকটে দেখিলে অমনি
মার মার রবে ধায়;
করে অপমান, কহে কটু বাণী,
খোঁচা দিতে আসে গায়।
হায় স্বার্থপর। কঠিন হৃদয়,
এই কি মানবধর্ম্ম?
বড় বলে তুমি কর অভিমান,
এই কি বড়র কর্ম্ম?
কাননের পশু কানন মাঝারে
ছিলাম স্বাধীন বেশে;
খেয়ে বনফল, তৃণ পত্র লতা
ফিরিতাম দেশে দেশে।
বাঁধি রজ্জু গলে করিয়া অধীন
আনিলে আপন বাসে;

সাধি নিজ কাজ এখন আমায়
তেয়াগিলে অনায়াসে।
রাখিলে বাড়িতে হবে স্বাস্থ্য ভঙ্গ,
লাগিবে নাকেতে গন্ধ ;
তাই ভাবি মনে করিলে বিদায়
নিজসুখে হয়ে অন্ধ।
কিন্তু হন যবে বৃদ্ধ পিতা মাতা
রোগে অঙ্গ জর জর ;
তখন তোমরা তাঁহাদের প্রতি
কি রূপ ব্যাভার কর ?
ও হে কর্ম্মী যুবা, পরিণামে তব
হেন দশা যদি হয় ;—
না করে যতন দারা পুত্র কেহ,
বল দেখি তা কি সয় ?
তাই বলি ভাই, উপকারী জনে
কর প্রতিউপকার ;
নৈলে শেষ গতি আমারি মতন
হইবেক সবাকার।
দেও শিক্ষা নরে কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম,
মানুষের মনুষ্যত্ব ;

নতুবা তোমরা পশুর অধম,
লেখা পড়া সব ব্যর্থ”।

চেকিয়া শিক্ষা।

পুরন্দরপুর গ্রামে লক্ষ্মীবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের যাদুমণি এবং নীলমণি নামে দুই পুত্র ছিল। তাহারা কালেজে লেখা পড়া শিখিত। ইংরাজি বিদ্যার গুণে অল্প দিনের মধ্যে যাদুমণির স্বভাব এমন এক নূতন ভাব ধারণ করিল যে, সহসা তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারা যাইত না। কনিষ্ঠ নীলমণি অপেক্ষাকৃত নিরীহ, অথচ বেশ বুদ্ধিমান; ইংরাজি পড়িয়া তাহার কোন প্রকার ভাবান্তর বা রূপান্তর ঘটিল না। দেশের সদাচার এবং সুনীতি সে পালন করিত। কিন্তু যাদুমণির স্বভাব অন্য প্রকার। প্রথম হইতেই সে ইংরাজি ধরণে চলিতে বলিতে আরম্ভ করিল। চুরট মুখে দিয়া পথের মধ্যে ইতস্ততঃ পদ চালনা করিত। যেখানে ইংরাজি কথা কহা উচিত নয় সেখানেও ইংরাজি কথা কহিত। কেহ বুঝিতে পারুক আর না পারুক তদ্বিষয়ে তাহার

ভাবিবার অবসর ছিল না। এমন কি ভোজনে বসিয়া বৃদ্ধা জননীর সঙ্গেও ইংরাজিতে কথা বার্ত্তা কহিত। যাদু বড় আদরের ছেলে। পিতা মাতা তাহার ভাব গতি দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইতেন। কিন্তু এই আশা করিতেন, যে বিবাহাদি হইলে এ সব সারিয়া যাইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না হইতে যাদুর একবার বিবাহের কথা উঠে। তাহাতে সে মহা বিরক্ত হয় এবং বলে যে, "আমি বাল্যবিবাহ কথনই করিব না।" ফলতঃ যাদুমণি এক প্রকার সাহেবের মতনই হইযা উঠিয়াছিল। ঘাড়ের চুল ছোট ছোট করিয়া কাটিত, বিছানায় বসিয়া ভাত খাইত, এবং ইংরাজি আহার পরিচ্ছদ বড় ভাল বাসিত। ছুটির পর কলিকাতা যাইবার সময় পিতা মাতাকে প্রণাম করিয়া যাইত না। জননী বলিতেন, "বাপু, দূর দেশে যাইতেছ, ঠাকুরঘরে একটি বার প্রণাম করিয়া যাও।" যাদুমণি বলিত, "মা, তুমি ইংরাজি লেখা পড়া যদি শিখিতে তাহা হইলে এমন কথা কখন বলিতে পারিতে না। আমাদের ও সব

কিছু করিতে নাই। ঠাকুর দেবতা সমস্ত মিথ্যা, উহারা আমাদের কিছুই করিতে পারে না।” মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, তোমরা শিক্ষক পণ্ডিত প্রভৃতি গুরুজনকে কি মান্য কর না?” যাদু বলিল, “কেন মান্য করিব? সকল মনুষ্যই সমান। বড় হইলে আমিও এক দিন পণ্ডিত শিক্ষক হইতে পারিব।” এই বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া সে মূঢ়ের ন্যায় চলিয়া যাইত।

কিছু দিনান্তে যাদুমণিব বিবাহ হইল, দুই একটি সন্তান সন্ততি জন্মিল। যে মস্তক এত দিন পিতা মাতার পদে নত হইতে চাহিত না তাহা এক্ষণে শ্বশুব শাশুড়ির চরণ ধূলিতে লুটাইতে লাগিল। স্ত্রীকে প্রণাম করিত কি না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সম্বন্ধী এবং তাহাব বনিতাকে সে প্রণাম করিতে লজ্জিত হইত না। তদ্দর্শনে কনিষ্ঠ নীলমণি এক দিন বলিল, “দাদা, তুমি আগে পিতা মাতাকে প্রণাম করিতে চাহিতে না, এবং ঠাকুর দেবতা কিছুই মানিতে না, এখন তবে এরূপ আচরণ কেন?” যাদু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “ভাই কালের বিচিত্র গতি।

প্রাচীন রীতি নীতি না মানিলে চলে না। একটা কোন ঠাকুর দেবতার উপর নির্ভর থাকাও ভাল। পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারিতাম না। হায়! পিতা মাতা যদি এখন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের চরণে লুটাইয়া জীবন সার্থক কবিতাম।

মনুষ্য যদি প্রকৃত ঈশ্বরকে না মানে, তাহা হইলে শেষে তাহাকে ভূত প্রেতেব শবণাগত হইতে হয়; এবং পিতৃ মাতৃভক্তি যদি সে অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে পরিণামে তাহাকে শ্বশুর-কুলেব সামান্য কুটুম্বকেও প্রণাম করিতে হয।

রাজভক্তি।

সংসারে যেমন পিতা মাতা বড় ভাই।
পূজার মন্দিবে গুরু আচার্য্য গোঁসাই॥
বিদ্যালয়ে যথা জ্ঞানপ্রদাতা শিক্ষক।
ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডধারী বিচাবক॥
বিপদসাগরে যথা সহায় কাণ্ডারী।
কার্য্যালয়ে প্রভু, অন্নদাতা উপকারী॥

তেমনি দেশের রাজা ভক্তির ভাজন।
প্রজাপুঞ্জে সদা যিনি করেন পালন॥
চোর দস্যু যাঁর ভয়ে বাহিরিতে নারে।
দুষ্টের দমন হয় ন্যায়ের বিচারে॥
পর্ব্বত প্রান্তরে পথে জলে কি জঙ্গলে।
যেখানে সেখানে লোক দিবা নিশি চলে॥
হইলে দুর্ভিক্ষ মহামারী অমঙ্গল।
রাজার সাহায্যে প্রজা পায় অন্ন জল॥
পিতার স্বরূপ রাজা ইথে নাহি আন।
রাজাহীন রাজ্য ঘোর শ্মশান সমান॥
দুর্ব্বলের বল রাজা সহায় বিপদে।
যাঁহার শাসনে লোক থাকে নিরাপদে॥
বাণিজ্য সাহিত্য জ্ঞান শিল্প কৃষিকর্ম্ম।
সদাচার শান্তি সুখ সুনীতি সদ্ধর্ম্ম।
রাজা বিনা এ সকল কে করে রক্ষণ।
বিদ্রোহী দুরাত্মা জনে কে করে দমন?
রাজার প্রতাপে দণ্ডভয়ে সুনিয়মে।
কুশলে বসতি লোক করে গৃহাশ্রমে॥
নহিলে সবলে নাশ করিত দুর্ব্বলে।
নারিত রহিতে কেহ এ মহীমণ্ডলে॥

রাজার রাজত্বপদ বিধাতার দান।
অতএব রাজভক্তি কর তাঁরে দান॥

পরিশ্রম সুখের মূল।

বিনা পরিশ্রমে সুখ কারো নাহি হয়।
অলস মানব চির দুঃখের আলয়॥
অবোধ বিলাস-প্রিয ধনীর সন্তান।
শ্রমজীবী জনে করে ঘৃণা অপমান॥
খাটিলে থাকে না মান এই মনে করি।
খায আর নিদ্রা যায় দিবা বিভাবরী॥
এক পা চলিতে গাযে ছুটে কাল ঘাম।
নিদ্রাই তাহার যেন পরম আরাম॥
করিতে নাপারে নিজ হাতে কোন কর্ম্ম।
বসিয়া থাকাই যেন মহতের ধর্ম্ম॥
কেবল আদেশ করে পরের উপর।
জড়ের মতন কাল হরে নিরন্তর॥
প্রতি কাজে হয় সে অধীন পরবশ।
তাই লোকে বলে গোঁফখেজুরে অলস॥
পরিতে না পারে বস্ত্র আপনা আপনি।
কোঁচা দিতে কাচা খোলে ঠিক যাদুমণি॥

সহজে যে হয় কর্ম্ম চক্ষের পলকে।
তার লাগি শুয়ে শুয়ে ভৃত্যগণে বকে॥
নিমেষের কাজে যায় প্রহর সময়।
তথাপি না নড়ে বসে ধনীর তনয়॥
মশারি ফুঁড়িয়া যদি বসে গায়ে মশা।
শেয়াল কুকুর কাঁদে হেরি তার দশা॥
কত ডাকা ডাকি কত অভিমান রাগ।
ঘাড়ের উপরে যেন পড়িয়াছে বাঘ॥
কেবল তাহার কাজ আমোদ বিহার।
নিদ্রা আর গুরুপক্ক মিষ্টান্ন আহার॥
বসে বসে করে নাশ সঞ্চিত সম্বল।
পরিণামে হয় রোগ অজীর্ণ অম্বল॥
স্ফীতোদর ক্ষীণকণ্ঠ হাত নলি নলি।
লম্বমান মাংসপেশী, মুখলোমাবলী॥
মুহুর্ম্মুহু পাকস্থলী বিলোড়িত করি।
গভীর গর্জ্জনে উঠে উদ্গার লহরী॥
কোথায় তখন নিদ্রা, কোথায় বা রুচি।
স্বর্ণ থালে পড়ি কাঁদে পরমান্ন লুচি॥
ধন ক্ষয় স্বাস্থ্য ভঙ্গ আলস্যের ফল।
মাংসপিণ্ড হয় দেহ, বুদ্ধি হীনবল॥

বিলাসীর নাহি কোন ধনে অধিকার।
এক দিন হবে তার পাপের বিচার॥
কিন্তু পরিশ্রমী দেখ কেমন আনন্দে।
সুখে নিদ্রা যায়, খায, বেড়ায় স্বচ্ছন্দে॥
নীরোগ শরীর তার চরিত নির্ম্মল।
নিরলস মনোবৃত্তি ইন্দ্রিয় সবল॥
অলসের মন ভূত প্রেতের নিবাস।
পরনিন্দা পাপচিন্তা করে তথা বাস॥
পরিমিত শ্রমে কর সময় যাপন।
সময় অমূল্য নিধি বুঝিবে তখন॥
নীচ নহে কোন কর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়।
কৃষি শিল্প লেখা পড়া কর যাহা হয়॥
যে কাজে যখন খাটাইবে দেহ মন।
পাবে তাহে ফল, সিদ্ধ হইবে সাধন॥

প্রকৃতি।

অয়ি সতি! গুণবতী প্রকৃতি সুন্দরী,
দেশভেদে কালভেদে নানা রূপ ধরি

পশু পক্ষী নরগণে মুগ্ধ করি প্রলোভনে
দেখাইছ জলে স্থলে লাবণ্য-লহরী;
কতই বিভব তব আহা মরি মরি!

নিদাঘ শরৎ বর্ষা বসন্ত শিশিরে
নানা অভিনয় হয় তোমার মন্দিরে;
নব ভাবে নব বেশে, গাইতেছ হেসে হেসে,
জগতপতির যশোগুণ ঘুরে ফিরে;
ভাবে গদ গদ তনু ভাসে প্রেমনীরে।

যামিনীর কোলে ধরা ঘুমায় যখন,
মৃত প্রায় প্রাণিপুঞ্জ থাকে অচেতন,
তখন ললিত তানে শুনাও লোকের কাণে,
মৃতসঞ্জীবন গীত ভুবনমোহন;—
প্রকাশি আঁধার মাঝে তরুণ তপন।

ঊষার আলোক জ্বালি অন্দর মহলে,
মঙ্গল আরতি কর মিশে দেবদলে;
সদ্যোজাত ফুল ফল, শীতল শিশির জল
ভক্তিভরে দেও ঢালি বিভু পদতলে;
বাজাও মঙ্গল বাদ্য মহা কোলাহলে।

ঘুচাও আলস্য নিদ্রা প্রাতঃ সমীরণে,
ছড়াও কাঞ্চনছটা গগনে গগনে;
হেরি তব রূপরাশি জাগে জগপুরবাসী,
সঞ্জীবিত হয় পুনঃ নূতন জীবনে;
জয় জগদীশ বলি উঠে নরগণে।

মধ্যাহ্নে তোমার প্রভা উজ্জ্বল প্রখর,
ঘরে ঘরে সমারোহ কার্য্য আড়ম্বর;
প্রচণ্ড প্রভাবশালী, জ্যোতির্ম্ময় অংশুমালী
সঞ্চারে জীবনী শক্তি প্রাণের ভিতর;
জ্বলন্ত অনল জ্বলে দিগ্ দিগন্তর।

সদাব্রত অন্নসত্র করিয়া বিস্তার
দেও জীব জন্তু নরে প্রচুর আহার;
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য করি খায় সর্বে পেট ভরি
সুখসেব্য নানা দ্রব্য পর্ব্বত আকার;
প্রতি দিন মহোৎসব গৃহেতে তোমার।

খদ্যোতখচিত ঘোর আঁধার বসন
পরিয়া রজনী কালে দেও দরশন;
মাথায় বরণ ডালা, শোভে তাহে দীপমালা,

যথা কুলবধূ করে জামাই বরণ;
ঝিল্লী রবে সন্ধ্যাগীত গায় কীটগণ।

ঘুমন্ত সন্তান কোলে যেমন জননী
বসিয়া নীরবে একা জাগেন রজনী,
জীবগণে বক্ষে রাখি, আঁধার অঞ্চলে ঢাকি,
জাগিয়া কাটাও নিশি তুমিও তেমনি;
কত ভাব ভাব বসি আপনা আপনি।

গোপনে পতির সঙ্গে মিলিয়া দুজনে
ফুটাও কুসুমরাশি বন উপবনে;
মানুষের অগোচরে সংসার ভাণ্ডার ঘরে
সাজাইয়া রাখ খাদ্য জীবের কারণে,
সুরসাল ফল শস্য পরম যতনে।

কখন ভীষণ বেশে ও মা বরাঙ্গিনী,
প্রকাশ মহিমা শক্তি মহা তেজস্বিনী;
দেখি ঘোর ঘন ঘটা, তীব্র বিজলীর ছটা
কালরূপা ভয়ঙ্করী তামসী যামিনী;
আতঙ্কে কম্পিত হয় গগন মেদিনী।

গম্ভীর আরবে যবে গরজে অশনি,
প্রলয় পবনে টলে বিশাল ধরণী,

যমদণ্ড করে ধরি, নরমুণ্ড মালা পরি
নাচে রণরঙ্গে যথা দনুজদলনী ;
তেমনি তোমার মূর্ত্তি করালে বদনী।

মোহিনী-মূবতি তব দেখি আব বার,
প্রসন্ন বদন খানি প্রেমেব আধাব ;
শান্তিবারি লয়ে হাতে ছিটাইয়া দেও মাথে,
মৃত দেহে কর পুনঃ জীবন সঞ্চার ;
নিত্য নব নব লীলা বিলাস তোমাব।

সাজাও নবীন সাজে ববাঙ্গ স্থন্দর,
শশাঙ্ক তাবকা হারে সুনীল অম্বর ;
হাসে ফুল ধরাতলে, রবি হাসে নভস্থলে,
বনে বনে নাচে গায় বিহগ নিকর ;
ঝঙ্কারে মধুব তানে ভ্রমবী ভ্রমর।

বিভূষিত তুমি চির নবীন যৌবনে
রত্নগর্ভা দেবি! বহুরূপা সুলোচনে ;
জড় বলি কেন তবে অবহেলা করে সবে,
গায় যে স্রষ্টার গুণ অনন্ত বদনে ;
মায়ের মতন ভাল বাসে জগজনে।

বিচিত্র বরণ তব অঙ্গ আবরণ,
নাট্যশালে যবনিকা লম্বিত যেমন;
তরু লতা ফুল ফল, গিরি নদী সিন্ধুজল,
জীবন্ত আকারে করে নয়ন রঞ্জন;
ভিতরে নিশ্চয় আছে ব্যক্তি কোন জন।

আড়ালে বেড়ায ঘুরে কে গা ও বল না?
লুকায়ে দেখায় আপনার গুণপনা;
পুতুল বাজির মত তোমায় লইয়া কত
হাসায় কাঁদায করে বিবিধ ছলনা,
কে হন তোমার উনি তাহা কি জান না?

মহাশক্তি রূপী আদি পুরুষ মহান্,
নর নারী সবে যাঁরে বলে ভগবান্;
সকলের মূলাধার, আদিশক্তি সারাৎসার,
তোমার জীবন ধন রূপ গুণ প্রাণ;
না জেনে যাঁহার তুমি কর গুণ গান।

নিরখি তোমার রূপ অন্ধবুদ্ধি নরে
মোহে মুগ্ধ হয়ে থাকে দেখে না ঈশ্বরে;
কিন্তু সুচতুর যেই সার তত্ত্ব বুঝে সেই,

আবরণ ভেদ করি দেখে অভ্যন্তরে—
পরম সুন্দর এক পুরুষ ভিতরে।

ক্রোধের ঔষধ।

পূর্ব্বকালে রোম ও গ্রীস্ দেশের মহৎ ও জ্ঞানী লোকেরা ক্রোধ নিবারণের জন্য নানা বিধ উপায় অবলম্বন করিতেন, এবং তদ্বিষযে অন্যকে তাঁহারা উপদেশও দিযা গিযাছেন। এই সকল উপায়ের মধ্যে কতকগুলি অতি সহজ।

সেনেকা নামক রোমীয পণ্ডিত বলেন, ক্রোধের ভাব মনে আসিবা মাত্র দর্পণে নিজেব মুখচ্ছবি দর্শন করা উচিত। ক্রোধের সময় মুখ অতিশয় স্ফীত এবং বিকটাকাব ধারণ করে, চক্ষু বক্ত বর্ণ হয, এবং নাসিকা হইতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে থাকে। এ অবস্থায় আপনার মুখ আপনি দেখিলে মনুষ্য স্বভাবতঃ লজ্জিত হয় এবং সে না হাসিয়া থাকিতে পাবে না। যাই সে হাস্য করে অমনি ক্রোধ তিরোহিত হইয়া যায়।

আথিনোডোরুস্ নামক আর এক জন পণ্ডিত রোমীয় সম্রাট্ আগষ্টাস্‌কে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহার মনে ক্রোধের অঙ্কুর হইবে তৎ-ক্ষণাৎ তিনি যেন স্থিরভাবে বর্ণমালার অক্ষর গুলি উচ্চারণ করেন। কারণ, ক্রোধেব প্রথম অবস্থায উহাকে দমন করা সহজ, কিন্তু বৃদ্ধি হইযা পড়িলে আব নিবারণ করিয়া রাখা যায না। তিনি আবো বলিয়াছেন, কাহারো বাক্যে বা ব্যবহাবে যদি ক্রোধোদয়ের সম্ভাবনা হয, তাহা হইলে সেই ক্রোধের কাবণকে তুমি পরিহাসের বিষয মনে করিবে; যেন লোকে তোমাব সহিত কৌতুক করিতেছে এই রূপ ভাবিবে।

প্রসিদ্ধ জ্ঞানী সক্রেটিস্ শেষোক্ত প্রণালীতে সচবাচব কার্য্য কবিতেন। কেহ তাঁহার সহিত অসদ্ব্যবহার কবিলে তিনি বিচলিত হইতেন না। কোন এক ব্যক্তি তাঁহার মস্তকে আঘাত কবে, তাহাতে তিনি বলেন, শিরোভূষণ পরিধানের উপযুক্ত সময় অবগত হওয়া উচিত। আর এক দিন কোন কলহপ্রিয় মনুষ্য তাঁহাকে পদাঘাত করাতে তিনি সহচর বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন,

যদি কোন গর্দ্দভ আমাকে পদাঘাত করে, আমি কি তজ্জন্য তাহাকে বিচারপতির হস্তে সমর্পণ করিব?" এ কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধুগণ অতিশয় বিস্মিত হন। আর এক জন লোক তাঁহার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করাতে তিনি প্রশান্ত ভাবে বলেন, এ ব্যক্তি এখনও ভাল করিয়া কথা কহিতে শিখে নাই।

একদা মুসলমান ফকির বাযজিদ্ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আসিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক স্থানে দেখিলেন কোন মদ্য-পায়ী যুবক তানপূরা বাজাইয়া গান করিতেছে। সে ব্যক্তি সহসা ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। তাহাতে তানপূরা ভগ্ন এবং মস্তক আহত হইয়া গেল। পর দিবস তিনি উক্ত যুবকের নিকট কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন এবং কয়েকটী মুদ্রা পাঠাইয়া দিলেন, এবং বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি যে আমার মস্তকে আঘাত করিয়াছিলে তাহা সারিয়া গিয়াছে, এক্ষণে এই মুদ্রা দ্বারা তোমার ভগ্ন তানপূরা সংস্কার করিয়া লইবে, এবং এই মিষ্টান্ন ভোজন দ্বারা স্বভাবের তিক্ততা দূর

করিবে।” ফকিরের ঈদৃশ সাধু ব্যবহার দর্শনে যুবক মোহিত হইল এবং অবিলম্বে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

বিড়াল সন্ন্যাসী।

ছিল এক দুষ্ট, মহা হৃষ্ট পুষ্ট,
বিড়াল চতুর চোর;
ভীষণ আকৃতি, পাষণ্ড প্রকৃতি,
মুখ খানি কাল ঘোর।
পিঙ্গল বরণ যুগল নয়ন,
তার মাঝে জ্বলে মণি;
শাদা গোঁফ গুলি পড়িয়াছে ঝুলি,
যেন বিজ্ঞ চূড়ামণি।
গজেন্দ্র গমনে ভবনে ভবনে
হেলিয়া দুলিয়া চলে;
বিকট আকারে ডাকে বারে বারে,
শুনে রাগে অঙ্গ জ্বলে।
করে কোলাহল বিবাদ কন্দল,
গভীর হুঙ্কার রবে;

শুনিয়া সে ধ্বনি জাগিয়া অমনি
বলে, দূর ! দূর ! সবে ।
ভাজা মাচগুলি খায় তুলি তুলি
লুকাইয়া রান্না ঘরে ;
তস্করের প্রায় ছুটিযা পলায়,
কার সাধ্য তারে ধরে ।
নিবারিতে নারি কাঁদে কুলনারী
ভাসি নযনের জলে ;
গৃহস্বামিগণে কাতর বচনে
দুঃখের কাহিনী বলে ।
দেখি বার বার তার দুরাচার
প্রতিবাসী ভীম রায় ;
বসি ওত করি লাঠি হাতে ধরি
কুটিল কটাক্ষে চায ।
চতুর বিড়াল আর কত কাল
পলাইবে চুরি করি ;
উননের ধারে এক দিন তারে
ফেলিল সুযোগে ধরি ।
আকাশে তুলিযা ঘুর পাক দিযা
মারে ভীম রাগভরে ;

দেয় গালাগালি, গায়ে জল ঢালি
মহা চীৎকার করে।
কাটি নাক কাণ করি অপমান
মারিয়া মারিয়া তারে;
তাড়াইয়া শেষে দিল দূর দেশে,
একবারে গঙ্গাপারে।
জর জর অঙ্গ বঙ্কিম ত্রিভঙ্গ
শোকে মর মর প্রায়;
কাঁদিতে কাঁদিতে বিষাদিত চিতে
বারানসীধামে যায়।
ভাগীরথীকূলে এক তরুমূলে
মুদিযা নয়ন দুটি
বসিলেক আসি বিড়াল সন্ন্যাসী
মাথায় বাঁধিযা ঝুঁটি।
করিত বসতি মূষিক দম্পতী
তথায় সপরিবারে;
দেখিযা বিড়াল ইন্দুরের পাল
পলাইল চারি ধারে।
কহে অতঃপর ধূর্ত্ত যোগিবর,
"ও হে বাপু শুন বলি;

দেখি সাধুজনে কেন ভয় মনে ?
হায়! এ-কি ঘোর কলি।
আমি যে এখন হয়েছি স্বজন,
আর কি সে কাল আছে;
নিরামিষাহারী আমি বনচারী
এস এস সবে কাছে।
অসার সংসার কেহ নহে কার,
জীব জলবিম্ব প্রায়;
তবে কেন নরে জীবহিংসা করে,
কেন মাচ মাংস খায়?"
শুনি উপদেশ কহে অবশেষ
প্রবীণ মূষিকগণে;
"ও হে মহাশয়, যদি ইচ্ছা হয়,
থাক আমাদের সনে।
তোমাব আশ্রয়ে রহিব নির্ভযে
লয়ে পুত্র পরিবার;
পাইনু তোমায় পরম সহায়
নাহি কিছু চিন্তা আর।"
এই বলি তারে নিজপরিবারে
রাখিল যতন করি;

যেখানে যা পায় আনিয়া যোগায়,
খেতে দেয় পেট ভরি।
মাতুল বলিয়া আদর করিযা
ডাকিত শাবকগণে ;
পরম আহ্লাদে চড়ি তাব কাঁধে
খেলিত আনন্দ মনে।
হইল বিশ্বাসী কপট সন্ন্যাসী
মূষিক দলের মাঝে ;
মুদিত নয়নে বসি একাসনে
হরে কাল যোগী সাজে।
কিন্তু যে বঞ্চক, খল প্রতারক,
ছদ্মবেশী দুরাচার ;
কুটিল কামনা, মলিন বাসনা,
থাকে কি গোপন তার ?
অঙ্গে মাথে ছাই মাতুল গোঁসাই,
মুখে হরিগুণ গায় ;
ছানাগুলি ধরি গুপ্ গাপ্ করি
নীরবে বসিয়া খায়।
ইন্দুরের বংশ ক্রমে হল ধ্বংস
বিড়ালের কাল গ্রাসে ;

অবশিষ্ট দল ছিল যে সকল
গেল পলাইয়া ত্রাসে।
মামা বাবু শেষে অনাহারে ক্লেশে
অকালে তেজিল দেহ;
পরিণামে তার হল কান্না সার,
রহিল না সঙ্গে কেহ।
কপট পাষণ্ড পায় ন্যায়দণ্ড
আপনার কর্ম্মফলে;
করিয়া কুকর্ম্ম অনীতি অধর্ম্ম
শেষে পরিতাপে জ্বলে।

দৈবনির্ভর।

করিলে নির্ভর দৈববলের উপরে।
উদ্যম তরুর শাখে শুভ ফল ধরে॥
সব কাজে আমাদের সহায় ঈশ্বর।
তাঁহার কৃপায় কর সতত নির্ভর॥
দেন ভগবান্ যারে সুবুদ্ধি সম্বল।
আঁধারে দেখে সে আলো, সুপথ সরল॥

তাঁব গুণে নিরুপায় পায় দিব্যজ্ঞান।
দুর্ব্বল মানব হয় মহা বলবান্॥
কার্য্য সিদ্ধি লাগি আছে যতেক উপায়।
ঈশ্বরনির্ভর তার প্রধান সহায়॥
আলস্যে যে হরে কাল নাহি করে কর্ম্ম।
জানে না সে কভু দৈবনির্ভরের মর্ম্ম॥
মঙ্গলবিধাতা যিনি অনাথের গতি।
সিদ্ধিদাতা মহেশ্বর জগতের পতি॥
করেন শাসন রাজ্য তিনি নিজ হাতে।
থাকেন নিয়ত সকলের সাথে সাথে॥
ভাবিলে তাঁহাব দয়া মহিমা অনন্ত।
হৃদয়ভিতরে জ্বলে সাহস জ্বলন্ত॥
অতএব কর আগে নির্ভর ঈশ্বরে।
স্বকার্য্য সাধনে মন দেও তাব পরে॥

রাজা সলোমনের সুবুদ্ধি।

পূর্ব্ব কালে সলোমন্ নামে য়িহুদিদিগের এক জন রাজা ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ রাজর্ষি দাউ-দের পুত্র। সলোমন্ রাজসিংহাসনে বসিয়া

প্রথমে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, যে "হে ঈশ্বর! আমি অতি বালক, এক্ষণে তুমি আমাকে যদি এই প্রকাণ্ড য়িহুদী জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব ভাব প্রদান করিলে, তবে হে নাথ! দাসকে এমন শুভ বুদ্ধি দাও যাহাতে সে ভাল মন্দের প্রভেদ বুঝিতে পারে।" ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার নিকট ধন, পরমায়ু কিংবা শত্রুবধের ক্ষমতা না চাহিয়া কেবল সদসদ্‌জ্ঞান লাভের জন্য যখন প্রার্থনা করিলে, তখন আমি তোমাকে উহা দিলাম। কিন্তু ধনে মানে জ্ঞান বুদ্ধি-তেও তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নরপতি হইবে। তোমার পিতা দাউদ যেমন আমার আজ্ঞা পালন করিতেন, তুমি যদি সেই রূপ কর, তাহা হইলে আমি তোমার রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী করিব।"

সলোমন্‌ ঈশ্বরের প্রসাদে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একদা দুইটী নারী তাঁহার বিচারসিংহাসনের নিকট আসিয়া উপনীত হইল। এক জন বলিল, "মহারাজ, আমি এই স্ত্রীলোক-টীর সঙ্গে এক গৃহে বাস করিতাম। কালক্রমে

আমার গর্ব্ভে একটি সন্তান জন্মে। তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার তিন দিবস পরে এই নারীরও একটি সন্তান প্রসূত হয় এবং সে মরিয়া যায়। আমি এক দিন সন্তানকে কোলে লইয়া রাত্রি কালে নিদ্রা যাইতে-ছিলাম এমন সময় এই হতভাগিনী আমার বক্ষে আপনার মৃত শিশু রাখিয়া আমার জীবিত সন্তান-টিকে অপহরণ করিয়া লইয়াছে। প্রাতে উঠিয়া স্তন্যপান করাইতে গিয়া দেখি যে আমার সন্তান আমার কাছে নাই, তাহার পরিবর্ত্তে অপরের মৃত শিশু বক্ষে রহিয়াছে।” ইহা শুনিয়া তাহার সঙ্গিনী বলিয়া উঠিল, “না মহারাজ, জীবিত সন্তানটি আমার এবং মৃত শিশু এই স্ত্রীলোকের।” পরিশেষে উভয়ে উভয়ের সন্তানকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিবার জন্য ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করিল। যে গৃহে নারীদ্বয় বাস করিত তথায় অন্য কোন লোক ছিল না; সুতরাং সত্য নির্দ্ধারণ করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িল। তখন রাজা দৈববুদ্ধির প্রভাবে স্বীয় অনুচরকে খড়্গ আনিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, “সন্তানটিকে কাটিয়া দুই জনকে ভাগ করিয়া দাও।”

এই নিদারুণ রাজাজ্ঞা শুনিয়া জননীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে বলিল, "মহারাজ কাটিবেন না, উহাকেই সন্তানটি প্রদান করুন।" দ্বিতীয়া নারী কহিল, "কাহাকেও দিবার প্রয়োজন নাই, সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া উভয়কে প্রদান করুন।" সন্তানের প্রকৃত মাতা কে তখন তাহা সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। অনন্তর সুবিবেকী সলোমন্ যাহার সন্তান তাহাকেই উহা সমর্পণ করিলেন। পারিষদ্‌বর্গ এই সুবিচার দর্শনে অবাক্ হইয়া বলিল, "ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ইঁহার ভিতরে বর্ত্তমান আছে।" যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম এবং উজ্জ্বল হয়!

সুখ দুঃখ।

সুখ দুঃখ দুটি ভাই থাকে সদা এক ঠাঁই,
নাহি ছাড়ে কেহ কারো সঙ্গ;
লইয়া মানবগণে, নানা ভাবে দুই জনে
হাসে কাঁদে করে কত রঙ্গ।
যেখানে হাসির ঘটা, বিলাস রসের ছটা,
নৃত্য গীত আমোদ আহ্লাদ;

সেই খানে আর বার দেখি ঘোর অন্ধকার,
রোগ শোক রোদন বিষাদ।
যেমন শরদাকাশে, নবীন নীরদ ভাসে,
পাশে পাশে হাসে সুধাকর;
তেমনি সুখের রবি, প্রকাশি প্রেমের ছবি
পশে পুনঃ দুঃখের ভিতর।
জীবের মঙ্গল লাগি উভয়েই অনুরাগী,
কেহ নয় আমাদের পর;
করে দোঁহে শিক্ষা দান হিতকর তত্ত্বজ্ঞান,
যথা দুই পণ্ডিত প্রবর।
অতএব সবিনয়ে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে
লও পাঠ দুঃখের নিকটে;
হবে তাহে সুবিদ্বান্, চিরসুখী সারবান্,
পাবে ত্রাণ সংসার সঙ্কটে।

কলম্বসের অধ্যবসায়।

ইটালী দেশের অন্তর্গত জেনোবা নগরে ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্টফার কলম্বস্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই লিখিতে পড়িতে, ছবি আঁকিতে, চিত্র করিতে এবং অঙ্ক কশিতে পারি-

তেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার ঐ সকল বিষয়ে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমে কলম্বস্ নাবিকের কার্য্যে ব্রতী হন এবং ভয়ানক ঝড় তুফানের মধ্য দিয়া সমুদ্রপথে বহু দূরদেশ ভ্রমণ করেন। ইহাতে তাঁহার সাহস বিক্রম যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল। পরে তাঁহার মনে এই ভাব উদয় হয়, যে পৃথিবীর পশ্চিমদিকে আরও দেশ আছে। ক্রমে এই ভাবটি তাঁহার মনে সুদৃঢ় হইতে লাগিল।

কলম্বস্ প্রথমে উক্ত দেশ আবিষ্কার করিবার জন্য পর্টুগালের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা আপনার সভাস্থ পণ্ডিতগণের নিকট ইহা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু কেহ সে কথা গ্রাহ্য করিল না। পরে তিনি গোপনে এক খানি জাহাজ ঐ দেশে পাঠাইয়া দেন। তাহার নাবিকগণ কিছু দূর গিয়া শেষ অকূল সমুদ্র দেখিয়া ফিরিয়া আসিল, এবং কলম্বসের প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

বীরপুরুষ কলম্বস্ তখন অন্য স্থানে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ জন্য তাঁহাকে কিছু দিন পর্য্যন্ত লোকের নিকট নানা প্রকারে অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল। নূতন প্রস্তাব শুনিয়া স্বদেশ-বাসীরা উপহাস বিদ্রূপকরিত। অনন্তর তিনি স্পেনের রাজধানীতে উপস্থিত হন। রাজা এবং রাণী তাঁহার প্রস্তাব শুনিযা একটী সভা ডাকিলেন, তাহাতে দেশের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী একত্রিত হইল। কলম্বস্ বলিলেন, দক্ষিণদিকে আর একটী উল্‌টা পৃথিবী আছে, ইহা পূর্ব্বকালের জ্ঞানীরা বিশ্বাস করিতেন। এ কথা শুনিযা পণ্ডিতেরা হাসিয়া উঠিল, সুতরাং সে সভাতে এ বিষয়ে কিছুই ধার্য্য হইল না।

সাত বৎসর কাল এইরূপ কষ্টে অতিবাহিত করিয়া ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে কলম্বস্ উক্ত রাজা এবং রাণীর অনুগ্রহে তিনখানি ছোট জাহাজ এবং এক শত বিশজন দাঁড়ী মাঝি লইয়া আমেরিকা আবিষ্কারে যাত্রা করিলেন। ক্রমে যতই তিনি সেই অজানিত মহাসাগরের দিকে যাইতে লাগি-লেন সঙ্গের নাবিকগণ ততই ভয় পাইতে লাগিল।

শেষ তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ক্রমাগত দুই মাস কাল অকূল পাথারের মধ্য দিয়া সকলে চলিতেছে ভূমি আর দৃষ্ট হয় না। সঙ্গীরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। কয়েক দিবস পরে মাস্তুলের উপর নূতন নূতন পক্ষী এবং জলের উপর বৃক্ষশাখা দেখিয়া তাহাদের মনে কিঞ্চিৎ আশা হইল। পরে দুই তিন দিনের মধ্যে জাহাজ একটি স্থল-ভাগ প্রাপ্ত হয়।

নাবিক কলম্বস্ তখন আনন্দ মনে কয়েকটি দ্বীপ দর্শন করিলেন এবং তথাকার কয়েক জন অসভ্য লোককে সঙ্গে লইয়া স্পেনের রাজধা-নীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আগমনে নগরমধ্যে মহা সমারোহ হইয়াছিল। চারিদিকে সহস্র সহস্র লোক, মধ্যে শুভ্রকেশ বৃদ্ধ কলম্বস্ চলিতে লাগিলেন। সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অনন্তর রাজসভার সম্মুখে তিনি জানু পাতিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তখন রাজা রাণী এবং জ্ঞানীমণ্ডলী তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখাইলেন। কিছু দিন পরে কলম্বস্ আর

এক বার ঐ দেশে যান এবং যামেকা প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার করেন। যে আমেরিকা মহাদেশে এখন সোণা ফলিতেছে, এক সময়ে তাহা লোকের অগোচর ছিল।

সন্তানেরপ্রতি ভাবীআশা।

খেলিতে খেলিতে শিশু হইল চঞ্চল,
কোথায় মা বলি শেষে কাঁদিতে লাগিল;
তিতিল নয়নজলে চারু গণ্ড স্থল,
খেলনা পুতুল সব পড়িয়া রহিল।

যার তরে কত দুঃখ কতই রোদন,
এবে তার পানে আর ফিরেও না চায়;
ছুটেছে এখন হায়! বাড়ী পানে মন,
ব্যাকুল অন্তরে তাই মা'র কাছে যায়।

বিহগ বিহগী যথা দিবা অবসানে
শ্রান্তি দূর লাগি চলে আপন বাসায়;
চলিল তেমনি শিশু জননীর স্থানে,
সঙ্গিগণে ছাড়ি, শ্রান্ত হইয়া খেলায়।

করিতে করিতে তাঁর স্তন্য সুধা পান
নিদ্রাবেশে ছুটি আঁখি ভাঙ্গিয়া পড়িল ;
শুনিতে শুনিতে ঘুম পাড়াবার গান
নীরবে মাযেব কোলে ছেলে ঘুমাইল।

হাসিমাখা মুখ খানি কবে ঢল ঢল,
অঞ্জনে শোভিত তাহে যুগল নযন ;
ধবিয়া মৃণাল ভুজে সোণাব কমল,
প্রেমভবে করে যেন কমল চুম্বন।

অনিমেষে চাহি মাতা সেমুখের পানে
বিনাইয়া করে কত আদর সোহাগ ;
গাইয়া সুখের গীত সুললিত তানে
প্রকাশে মমতা স্নেহ গাঢ় অনুবাগ।

বলে, "ও রে প্রাণাধিক হৃদয় বতন,
নযনের তারা মোর অঞ্চলের নিধি ;
কত ভাব হয় তোরে করি নিবীক্ষণ,
কেন হেন পুত্রধনে দিয়াছেন বিধি ?

হইয়া পিতার কুলপাবন সন্তান
পারিবে কি তাঁর মুখ করিতে উজ্জ্বল ?

তুষিবে কি সাধুগুণে মায়ের পরাণ—
হইবে যখন বাছা স্বাধীন সবল ?

কালবশে হব আমি যবে ক্ষীণ কায়,
রোগশয্যাতলে পড়ি রব একাকিনী ;
তখন নিকটে আহা ! দেখিয়া তোমায়
কাটাইতে পারিব কি দুঃখের যামিনী ?

মা বলিযা বার বার ডাকি কর্ণমূলে
শুনাবে কি ইষ্টমন্ত্র বদন ভরিয়া ?
যতনে শীতল জল দিযা মুখে তুলে
বুকে মাথা রাখিয়া কি উঠিবে কাঁদিয়া ?

এখন তোমায কোলে লইযা যেমন
ভাবিতেছি আমি তব ভাবী সুমঙ্গল ;
মৃত দেহ পাশে বসি আমার তখন
ভাবিবে কি দুঃখিনীর এ ভাব সকল ?

অকৃত্রিম ভালবাসা করিযা স্মরণ
পরকালে আমা পানে চাহিবে কি ফিরে ?
নিতি নিতি ভক্তিরসে হইয়া মগন
দিবে কি প্রদীপ মোর সমাধিমন্দিরে ?

স্বদেশানুরাগ।

মাতৃভূমি স্বদেশের স্বজাতির লাগি।
থাক ভাই বঙ্গবাসী সদা অনুরাগী॥
থাক্ না বিদেশে সুখ সুবিধা প্রচুর।
হোক্ না সে সব অতি সুন্দর মধুর॥
তথাপি দেশীয় ভাব জাতীয় প্রকৃতি।
বিশুদ্ধ আচার ধর্ম্মভাব রীতি নীতি॥
শোণিতের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে মিলিত।
ছাড়িলে তাদের হয় প্রকৃতি বিকৃত॥
দেশ দেশান্তরে গিয়া কর আহরণ।
সুনীতি সুরুচি পরমার্থ জ্ঞান ধন॥
কিন্তু তাহা রাখি সব জাতীয় ভাণ্ডারে।
চরিত্র গঠন কর দেশীয় আকারে॥
স্বজাতির হিত চেষ্টা না করে যে জন।
আপনার স্বার্থ সুখে থাকে অচেতন॥
যখন যে দেশে যায় সেই রূপ ধরে।
মিশিতে না পারে কোন দলের ভিতরে॥
নিরাশ্রয় যূথভ্রষ্ট হরিণ যেমন।
তার দশা অবিকল জানিবে তেমন॥

স্বদেশের ভাই বন্ধু প্রিয়দরশন।
তাহাদের সহবাসে সুখী হয় মন॥
বিদেশে একাকী যদি রাজ্যপদ পাই।
তাহাতেও জেনো ভাই কিছু সুখ নাই॥
জ্ঞান ধন পরিশ্রম আশ্বাস বচনে।
দেশহিতব্রত সাধে যেই প্রাণপণে॥
ইতিহাসে তার নাম জ্বলে স্বর্ণাক্ষরে।
ঘোষে তার যশঃ নরবংশ পরে পরে॥

ভাল মন্দ।

লোকনাথ নামে রাজা ভুবনবিজয়,
অবনী নগর যাঁর দিব্য রাজধানী;
লক্ষ্মী আর মায়া নামে ছিল তাঁর রাণী,
ভাল মন্দ দুই জন যাদের তনয়।

নিজ নিজ পথে তারা চলিতে লাগিল,
অসুর দেবতা যথা পৃথক্ স্বভাব;
একে যাহা দেখি তাহা অপরে অভাব,
কেহ কারো সঙ্গে কভু মিশিতে নারিল।

দেখিতে দেখিতে মন্দ বাড়িয়া উঠিল,
সকলেই বলে, "আহা! মন্দের সমান
নাহি আর এ জগতে কেহ গুণবান্;"
অচিরে তাহার যশে ভুবন ভরিল।

দাস দাসী ধন মান সকলি তাহার,
বসি রাজসিংহাসনে হাতে মাথা কাটে,
চাটুকারগণ তার পদধূলি চাটে;
করযোড়ে বলে সবে ধর্ম্মঅবতার।

কিন্তু ভাল অন্ন বিনা মরে অনাহারে,
কাঁদে আর সহে নিন্দা ঘৃণা অপমান;
নিরুপায় অসহায় বালক সমান
দীনহীন বেশে ফেরে দুয়ারে দুয়ারে।

যথা দুটি বীজ কণা এক ভূমিতলে
অঙ্কুরিত হয় স্বভাবের সুনিয়মে;
শাখা পত্র দেখি চেনা যায় না প্রথমে,
কিন্তু পরিচয় দেয় নিজ নিজ ফলে।

ভাল মন্দ দুই জন চরমে তেমতি
প্রসবে অমৃত আর বিষময় ফল;

অতি দর্পে মন্দ শেষ যায় রসাতল,
পরিণামে করে ভাল স্বর্গপুরে গতি।

বসন্তে ভ্রমণ।

আসি নগর প্রান্তর, উপবনের ভিতর,
কি দেখিনু আহা মরি, ইচ্ছা হয় প্রাণ ভরি
পান করি প্রকৃতির রূপ মনোহর।
একে বসন্ত পবন, করে সুরভী বহন,
তাহে মাতি মধুপানে, গায় গুণ্ গুণ্ তানে
ফুলে ফুলে দলে দলে বসি অলিগণ।
ডাকে কোকিল পাপিয়া, মহা ঝঙ্কার করিয়া,
সহকার তরুশাখে, মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে
নবীন মুকুলে পশে ব্যাকুল হইয়া।
কি বা অমল কোমল, নব পল্লব সকল,
সোণার বরণ ধরি, চারিদিক্ আলো করি,
বিতরে পথিক জনে ছায়া সুশীতল।
এই মলয় বাতাস, নীল অনন্ত আকাশ,
লোচন আনন্দকর, তরু লতা সরোবর,
করিল আমার আজ পরাণ উদাস।

একা বসিয়া বিজনে, এই নিভৃত কাননে,
ফুলগুলি বুকে লয়ে, ভাবেতে বিভোর হয়ে,
ইচ্ছা হয় গান করি পাখিদের সনে।
হাসে আমের মুকুল, গাঁদা সিমুল পারুল,
নবরসে ফুলে ফুলে, হেলে দুলে পড়ে ঝুলে,
আপন গরবে সবে আপনি আকুল।
আর যাইব কোথায়, শুয়ে গাছের তলায়,
লতা পাতা ফুল ফলে, অনিলে সরসীজলে
মুদিত নয়নে হেরি বনদেবতায়।

সাধুপ্রতিজ্ঞা।

ঈশ্বরের পুত্র আমি মানব অমর;
জনমিয়া দেবঅংশে, আর্য্যকুলে ঋষিবংশে
পাইয়াছি শুদ্ধ নীতি চরিত সুন্দর।
সে ধনে বঞ্চিত কেন হব অতঃপর?

পুরাতন যোগী ঋষিগণ যার বলে
হয়েছিল মহামান্য, নরোত্তম অসামান্য,
রেখেছিল করতলে নরপতি দলে;
তাঁদের শোণিত ধারা এই দেহে চলে।

তবে আমি কেন হব নীচ অভিলাষী ?
কেন কব মিথ্যা কথা, মিথ্যাবাদী নব যথা,
কেন যাব মন্দ পথে পাপস্রোতে ভাসি ?
সিংহ কি হইবে শৃগালের সহবাসী ?

করিব না কভু আমি মাদক সেবন,
পরনিন্দা চাটুবাদ, দ্বেষ হিংসা বিসম্বাদ,
ঘৃণিত আচার কিংবা অসাধু বচন
পরিহরি চিরসুখে কাটাব জীবন।

রাগ লোভ রিপুগণে করিব দমন,
কখন হব না আমি, দুরাচারী অধোগামী,
দিব না কাহারো হাতে স্বাধীনতা ধন ;
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

হব না কৃপণ দয়াহীন স্বার্থপর,
দিব না কাহারো মনে, মর্ম্মপীড়া অকারণে,
রাখিব না কুবাসনা প্রাণের ভিতর ;
ধর্ম্মের দুয়ারে খাঁটি রব নিরন্তর।

বিধাতার ভালবাসা।

আহা কিবা ভালবাসা তাঁর,
তুলনা নাহিক কোথা আর ;
ধরে না হৃদয়াধারে, বর্ণ হারে বলিবারে,
ভাবিলে নয়নে ধারা বহে অনিবার,
দয়ার সাগর তিনি প্রেমের পাথার।

কেমন সুন্দর ফলগুলি
ডালে ডালে রহিয়াছে ঝুলি ;
ঝরে তাহে টস্ টস্, অম্ল মধু নানারস,
দেখিলে পরাণ করে হাকুলি বিকুলি ;
ইচ্ছা হয় পাড়ি আর মুখে দিই তুলি।

ফুলের ভিতরে কত ঘ্রাণ,
রূপে হরি লয় মন প্রাণ ;
বিবিধ বরণ তায়, সুধাগন্ধ মাখা গায়,
দেখিলেই মনে হয় প্রভু ভগবান্
ভালবেসে আমাদের করেছেন দান।

বৈশাখের প্রচণ্ড তপন
অগ্নিকণা বরষে যখন,

সেই কালে তরুরাজী, নবীন পল্লবে সাজি
তৃষিত পথিকে করে ছায়া বিতরণ;
সুরসাল ফলদানে জুড়ায় জীবন।

আহারেব কতই বিধান,
কে করিবে তার পরিমাণ;
মাটির ভিতবে জল, বালি চাপা ঠাণ্ডা ফল,
আঙ্গুব কমলা আম কাঁটাল বাগান;
নানাবিধ মিস্ট অন্নে সাজান দোকান।

বাল্য বৃদ্ধ শৈশব যৌবন,
যে সময় যাহা প্রয়োজন,
তখনি তা সমাদরে, আনি দেন ঘরে ঘবে,
করেন পালন যেন মায়ের মতন;
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পূজি তাঁহার চরণ।

ক্রোধমূর্ত্তি।

লোহিত বরণ ঘূর্ণিত লোচন
মুখে ঘন ঘন ভীষণ গর্জ্জন
হাত পা আছাড়ে, হিন্দিবাত ঝাড়ে,
করে দন্ত ঘরষণ;

আকার প্রকার বিকট অদ্ভুত,
ঠিক যেন ঘাড়ে চাপিয়াছে ভূত,
পাগলের মত, বকে অবিরত,
   কহে কত কুবচন।
রাগে দুটি আঁখি উঠেছে কপালে,
যেন রক্ত ফুটে বাহিরিছে গালে;
চুলগুলি ধরি, নুড় নুড় করি,
   ছিঁড়ে ফেলে দুই হাতে;
তালঠুকে গিয়ে থামে ধাক্কা মারে,
ছুটে গায়ে ঘাম দর দর ধারে;
থর থর থর, কাঁপে কলেবর,
   অগ্নি জ্বলে যেন মাথে।
ধরিতে যে যায় মারে ঘুঁসি তারে,
বলে আমি ভয় করি না কাহারে;
যা খুসি করিব, কাটিব মারিব,
   যে জন আসিবে কাছে;
মহা লম্ফ ঝম্ফ ঘোর আস্ফালন,
আপনারে করে আপনি দংশন;
রাগের জ্বালায় গড়াগড়ি যায়,
   কভু রণরঙ্গে নাচে।

ও হে রাগী ছেলে থাম, আর কেন ?
কে করিল আহা তব দশা হেন।
দেখহ এখন, ধরি দরপণ,
মুখ খানি একবার ;
পাইবে ইহার প্রতিফল পরে,
অসুখে তখন কাঁদিবে কাতরে ;
অনুতাপে মন হবে জ্বালাতন,
রবে না দুঃখের পার।

ভ্রাতৃসৌহৃদ্য।

ও হে দুটি ভাই সহোদর, কেন দ্বন্দ্ব কর পরস্পর ?
ভাই ভাই ঠাই ঠাই, থাক তাহে ক্ষতি নাই,
কিন্তু বল কেন এত হও স্বার্থপর ;
প্রাণাধিক প্রিয় জনে ভাব এত পর।

ভ্রাতৃপ্রেম অমৃত সমান, করিলে তাহার বিন্দু পান,
আহ্লাদে হৃদয় হয়, পুলকিত মধুময়,
সুখের সাগরে ভাসে দেহ মন প্রাণ ;
পরশে যাহার গলে কঠিন পাষাণ।

জনমিয়া দোঁহে একাধারে, বিহরিলে এক পরিবারে,
এক স্নেহ স্তন্যসুধা, পানে নিবারিলে ক্ষুধা,
ছাড়িতে না কেহ কারে আহারে বিহারে;
এবে তার বিপরীত দেখি একেবারে!

শিশুকালে খেলিতে যখন, দুই দেহে যেন এক জন,
ভাবে প্রেমে ঢুলু ঢুল, যথা দুটি বনফুল
এক বৃন্তে থাকি করে গন্ধ বিতরণ;
কোথা গেল এবে হায়! সে প্রেমমিলন।

না পাইলে যাহারে সদনে, আসিত না নিদ্রা ও নয়নে;
শয়নে উপবেশনে, উভয়ে আনন্দ মনে
বেড়াইতে হেসে খেলে প্রফুল্ল বদনে;
এখন সে সব কথা পড়ে না কি মনে?

না হেরিলে যারে এক পল, সহজে আসিত চখে জল,
হইত আকুল প্রাণ, কেঁদে কেঁদে ম্রিয়মাণ,
মনের ভিতরে যেন জ্বলিত অনল;
করিত হৃদয় ভাবভরে টল মল।

হায় কাল কুটিল যৌবন! ভয়ানক তোর প্রলোভন;
অমৃতে গরল ঢালি, নরকুলে দিলি কালী,

ঘটালি বিপদ কাটি প্রণযবন্ধন ;
ভাঙ্গিলি সুখের ঘর হরি প্রেমধন।

শৈশবের ভ্রাতৃপ্রেম আর, আসিবে না ফিরে কি আবাব ;
ধুইয়া স্বার্থেব কালী, প্রেমেব আগুন জ্বালি
কবিবে না হৃদযে কি প্রণয় সঞ্চাব ?
হায আমি কোথা দেখা পাইব তাহাব !

যবে বাম গিযাছিল বনে, জনকেব আদেশ পালনে;
লক্ষ্মণ প্রাণের ভাই তাব সঙ্গ ছাড়ে নাই,
দুঃখে দুঃখী হযে সুখে ভ্রমিত দুজনে ;
ভাবিলে তাদের প্রেম হয সুখ মনে।

পাণ্ডুপুত্র ভ্রাতা পঞ্চজন, ছিল যেন এক প্রাণ মন,
বহু কষ্ট দুঃখ সযে, চিরদিন এক হযে
পরম আনন্দে কাল করিত যাপন ;
পাঁচের ভিতরে দেখ কেমন মিলন !

অহঙ্কারীর পতন।

যথা নিমেষের তরে তরুণ তপন করে
হাসিয়া নলিনী পুনঃ কাঁদে ম্লান মুখে ;

তেমনি সময়ে হয় নরের সৌভাগ্যোদয়,
কিন্তু চির দিন কেহ নাহি রয় সুখে।
সে দিন দেখিনু যারে যৌবনের অহঙ্কারে
তৃণবৎ জ্ঞান করে জগত সংসার;
আজ তার শীর্ণকায় কদাকার মৃতপ্রায়,
হেরিতে দর্পণে মুখ চাহে না সে আর।
ছিল যে বিদ্যার মদে অন্ধ হয়ে উচ্চ পদে,
ফেলিত না মাটিতে পা ধনের গৌরবে;
আজ সে দরিদ্র বেশে, ফিরিতেছে দেশে দেশে,
হতভাগ্য বলি তারে ঘৃণা করে সবে।
ভবিষ্যতে কি হইবে, কার ভাগ্যে কি ঘটিবে,
কি আছে জানি না ভাই বিধাতার মনে;
মানী হয়ে দাও মান, ধনী হয়ে কর দান,
বিদ্যাতে বিনয়ী হও,—দয়াশীল ধনে।
জ্ঞান ধন খ্যাতি মান দেন যদি ভগবান্
সুপথে থাকিয়া ভোগ কর তা সকলে;
কিন্তু তাহে অবিনয় দেখ যেন নাহি হয়;
অহঙ্কার পতনের আগে আগে চলে।

বিদ্যা ও নীতির কলহ।

কহে বিদ্যা গরবিনী অহঙ্কার করি
"কে না জানে আমি সর্ব্বসুখের নিদান ;
বিদ্যাবলে হয় শূদ্র ব্রাহ্মণ সমান,
অবনীমণ্ডল রাখে করতলে ধরি।

আমারে যে ভজে তার কিসের অভাব ?
অকুলীনে করি আমি নিকশ কুলীন ;
পৃথিবীর ধন মান আমারি অধীন,
বিদ্যাবলে ধরে পশু নরের স্বভাব।

নীতির ক্ষমতা কিছু নাহি এ সংসারে;
পড়িলে তাহার হাতে ঘটে সর্ব্বনাশ ;
নির্ব্বোধ বলিয়া লোকে করে উপহাস,
নীতিবল নাহি আসে কোন উপকারে।

বিদ্যাতে উপজে ধন, ধনে কি না হয় ?
যথা সরস্বতী তথা লক্ষ্মী বর্ত্তমান ;
অতএব নাহি কেহ আমার সমান,
নীতি মোর দাসী ভিন্ন আর কিছু নয়।"

উত্তর।

তুমি ভগ্নী গুণবতী আমি তব দাসী,
এ কথায় কিছু মাত্র নাহিক সংশয় ;
সেবিতে তোমায় আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমা তরে কাঁদে দাসীর হৃদয়।

কিন্তু কুবুদ্ধির হাতে পড়িয়া যখন
সুপথ ছাড়িয়া যাও পাপপথে চলি,
নবক হইতে রক্ষা কে করে তখন ?
কে দেখায় পথ যথা আঁধারে বিজলী ?

অভিমানে ঘোবে মাথা যখন তোমাব,
লোভে পড়ি হও পাপ অভ্যাসেব দাস ;
কোথায় তখন থাকে বুদ্ধির বিচার ?
অধোগামী হয়ে কব নীচ সহবাস।

নীতিদাসী এক দিন সঙ্গে না থাকিলে
চলে না তোমার দিদি, ভেবে দেখ মনে ;
সত্য পথে বার বার ফিরাযে না দিলে,
আঁধারে পড়িয়া তুমি মর কাঁটা বনে।

শ্মশান ঘাট।

বিঘোর তামসী নিশি　　নিবিড় নীরদে মিশি
গ্রাসিযাছে শ্মশানের ঘাট ;
বহে তাহে স্বন স্বন　　মহাবেগে প্রভঞ্জন,
চাবি ধাবে ধূ ধূ করে মাঠ।
স্ফীতবক্ষ ভাগীবথী,　　খবস্রোতে দ্রুতগতি,
কলনাদে ধায অবিরত ;
তরঙ্গ আঘাতে খসি　　দুকূল পড়িছে ঢসি,
ভযে অঙ্গ হয কণ্টকিত।
পরিয়া বিজলী হার　　কাদম্বিনী বার বার
ডাকে মৃদু গম্ভীর নিনাদে ;
শৃগাল কুক্কুব দল　　করে ঘোব কোলাহল
পরস্পর মাতিয়া বিবাদে।
যায কত ছড়া ছড়ি　　শবমুণ্ড গড়াগড়ি,
দেখিলে চমকি উঠে প্রাণ ;
মাঝে মাঝে করি গোল, দেয় লোকে হরিবোল,
শুনিযা সে ধ্বনি ফাটে কাণ।
সারি সারি চিতানল　　আলোকিয়া জল স্থল
ছার খার করে নরদেহ ;

কূলে কূলে বিচরণ করে জলজন্তুগণ,
মাথা তুলি চাহে কেহ কেহ।
সহসা তথায় আসি জনেক নগরবাসী
উপনীত হইলা অদূরে ;—
মৃত শিশু ধরি বুকে, বিষাদ মলিন মুখে,
কাঁদিতে কাঁদিতে ভগ্ন স্বরে।
যথা বনে দাবানল দগ্ধ করি ফুলদল
হরে তার মনোহর ভাতি ;
অথবা যেমতি হয় পূর্ণ শশধর ক্ষয়,
পোহাইলে পূর্ণিমার রাতি ;
তেমনি নির্ব্বাণ প্রায় শিশুর কোমল কায
কালের আঘাতে আহা মরি !
হায় হেন পুত্রনিধি দিয়ে কেন নিল বিধি
জননীর কোল শূন্য করি।
সুন্দর বসন তার মণিময় কণ্ঠহার
শোভে প্রাণহীন কলেবরে ;
হাত দুটি বুকে রাখি মুদিয়া যুগল আঁখি
নিদ্রা যায় যেন অকাতরে।
তটিনীর তটে আনি সোণার প্রতিমা খানি,
বলে পিতা কাতর বচনে ;

"দিয়াছিলে দয়া করি, ও হে দয়াময় হরি,
এই লও! পুনঃ তব ধনে।"
এই বলি স্রোতোনীরে, নিজহাতে ধীরে ধীরে
ভাসাইল প্রাণের পুতলি;
হায় রে করাল কাল! তোর লাগি চিরকাল
মবে লোক শোকানলে জ্বলি।

ঈশ্বরের মহিমা।

জয় বিশ্বাধার, বিভু নিরাকার,
দয়ার সাগর করুণাময়;
জড় জীব নরে, দেবতা অমরে
গায় সবে মিলে তোমারি জয়।
আকাশে ভূতলে, অনিলে অনলে
হেরি তব প্রেম করুণারাশি;
প্রেমে পুলকিত, বিগলিত চিত,
মোহিত সকল জগতবাসী।
জলদ বরণে, শশীর কিরণে
নিরখি তোমার রূপের ছবি;

রচে মনসাধে, নানাবিধ ছাঁদে
রসের কবিতা রসিক কবি।
যে দিকে যখন ফিরাই নয়ন
অবাক হইয়া চাহিয়া রই ;
যত ভাবি তব ভাব অভিনব,
ততই ভাবেতে মগন হই।
তুমি এ সংসারে আনিলে আমারে,
রাখিলে মাযের উদর মাঝে ;
বসিয়া গোপনে, পরম যতনে
সাজাইলে মোরে বিবিধ সাজে।
হইয়া জননী দিবস রজনী
করিছ পালন মানবগণে ;
স্মরিলে তোমার মহিমা অপার,
হয় কত ভাব উদয় মনে।
মাতার হৃদয়ে, সখার প্রণয়ে
বহিছে তোমার মধুর প্রীতি ;
রাজার শাসনে, পিতার পালনে
শিখাইছ নরে ধরম নীতি।
কিছু বৃথা নয়, সব অর্থময়,
ঘটিছে যতেক ঘটনাবলী ;

তুমি হে বিধাতা, সর্ব্বসুখদাতা;
তোমারি বলেতে সকলে বলী।
আহা কি সুন্দর, শোভা মনোহর,
নানা রসযুত অবনী ধাম;
মানব শরীরে হৃদয় মন্দিরে
রয়েছে খোদিত তোমারি নাম।
ধন্য দয়াময়, করুণানিলয়,
তুমি হে অশেষ গুণের নিধি;
বিচিত্র কৌশলে, অনন্ত মঙ্গলে
রচিত তোমার শাসন বিধি।
নেহারিয়া তব বিপুল বিভব,
কেহ কি নীরবে থাকিতে পারে?
সহজে অমনি, আপনা আপনি
উথলে ভকতি হৃদয়াধারে।

[সম্পূর্ণ]